NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ রাজ্যে আর্থিক জোয়ার আসা অতি আবশ্যক

কথোপকথনে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের বৃত্তান্ত ৮

কলকাতা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.02.2025, Vol.18, Issue No. 244 8 Pages, Price 3.00

অশান্ত মণিপুরে জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন

ইম্ফল, ১৩ ফেব্রুয়ারি: প্রায় দু'বছর ধরে অশান্তি কবলিত মণিপুরে অবশেষে জারি করা হল রাষ্ট্রপতি শাসন। কিছুদিন আগেই মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এন বীরেন সিং। তাঁর ইস্তফার পরে নতুন কোনও মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি বিজেপি। এই অচলাবস্থার মাঝে বৃহস্পতিবার মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়েছে।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন বীরেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর ইম্ফলে ফিরেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি। গত রবিবার ইম্ফলে মণিপুরের রাজ্যপাল অজয়কুমার ভল্লার সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র জমা দেন বীরেন। তাঁর ইস্তফার পর মণিপুরে সরকার পরিচালনার জন্য নতুন কোনও মুখকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিতে পারেনি বিজেপি।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

বয়ানে লেখা রয়েছে, 'আমি মণিপুরের রাজ্যপালের থেকে রিপোর্ট পেয়েছি। ওই রিপোর্ট দেখে এবং অন্য তথ্যগুলির ভিত্তিতে আমার মনে হয়েছে, সংবিধান অনুসারে সেখানে সরকার চালানো সম্ভব হচ্ছে না।'

বীরেনের ইস্তফার পর মণিপুরে নতুন মুখ্যমন্ত্রী বাছার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি। উত্তরপূর্বে বিজেপির দায়িত্বে থাকা সম্বিত পাত্র বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেছেন সে রাজ্যের বিধায়কদের সঙ্গে। গত দু'দিনে রাজ্যপাল ভাল্লার সঙ্গে দু'দফায় বৈঠকও সেরেছেন সম্বিত। গত মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি এ সারদা দেবীকে নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেন সম্বিত। বুধবার আবার দেখা করতে যান রাজ্যপালের সঙ্গে। তবে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত করতে পারেননি বিজেপি নেতৃত্ব।

গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে তপ্ত রয়েছে মণিপুর। ২০২৩ সালের মে মাসে প্রথম মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সে রাজ্যের পরিস্থিতি। মাঝে কিছু দিন বিরতির পর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একাধিক বাড়িঘর। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে মণিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের বেশ কয়েক জন বিধায়কের বাড়িতেও হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা।

পরিস্থিতি সামলাতে মণিপুরের বেশ কিছু জেলায় কার্ফু জারি করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট পরিষেবাও। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সূত্র মতে, মণিপুরে এ পর্যন্ত কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন আরও অনেকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে অতীতে বার বারই প্রশ্ন উঠেছে। মণিপুরের উদ্ভূত অশান্তির কারণে গত বছরের শেষ দিনে মণিপুরবাসীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়েছিলেন বীরেন। সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ২০২৫ সালে রাজ্যে স্বাভাবিকতা ফিরবে।

অপরাজিতা বিল: রাষ্ট্রপতির দরবারে

■ আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পরই রাজ্যে নারী নির্যাতন রুখতে বিধানসভায় 'অপরাজিতা বিল' পাশ করিয়েছে সরকারপক্ষ। রাজ্যপালের কাছে তা সইয়ের জন্য পাঠানো হলে তিনি রাষ্ট্রপতির দরবারে পাঠান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্বাক্ষর না করলে বিল কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। বিলে সইয়ের জন্য এবার রাষ্ট্রপতির উপর 'চাপ' বাড়ানোর কৌশল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার দুপুরে দলের ৯ মহিলা সাংসদ-সহ ১১ জনের প্রতিনিধি দল গেল রাইসিনা হিলসে। সেখানে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিলের গুরুত্ব বোঝালেন মহুয়া মৈত্র, দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডলরা। আবেদন জানালেন দ্রুত স্বাক্ষরের।

অসম এসটিএফের জালে এবিটি সদস্য

■ ফের 'অপারেশন প্রঘাতে'র বড়সড় সাফল্য। অসম এসটিএফের জালে আরও এক জঙ্গি। তাকে চেন্নাই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্য বলেই খবর। ধৃত আবু সালাম আলি। ধুবরির বিলাসিপাড়ার বাসিন্দা সে। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায়, চেন্নাইতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে সে। তাই সেখানে হানা দেন তদন্তকারীরা। হাতেনাতে পাকড়াও করে তাকে। ধৃত আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্য বলেই জানা গিয়েছে।

'সাইবার শক্তি' অভিযানে গ্রেপ্তার ৪৬ জন

■ জামতাড়ার প্রতারক দল এখন এ রাজ্যে বাড়ি ভাড়া নিয়ে পেতে বসছে প্রতারণার ফাঁদ। তাঁদের খোঁজে শুরু হয়েছে রাজ্য পুলিশের 'সাইবার শক্তি' অভিযান। সম্প্রতি জামতাড়া গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া অঞ্চলগুলি থেকে ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হুগলি, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল এবং পূর্ব বর্ধমানের কিছু এলাকা থেকে সম্প্রতি প্রতারণার বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছিল। গত এক মাসে প্রায় ২৫০টি অভিযোগ জমা পড়ে। ঘন ঘন এত অভিযোগ আসতে থাকায় পদক্ষেপ করে পুলিশ। প্রতারকদের খোঁজে শুরু হয় 'সাইবার শক্তি' অভিযান। প্রথমে বীরভূমের খয়রাশোল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তিন জনকে। ধীরে ধীরে গ্রেপ্তারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে হয় ৪৬। পুলিশের দাবি, এদের প্রত্যেকেরই যোগ রয়েছে জামতাড়া গ্যাংয়ের সঙ্গে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৮৪টি মোবাইল, ৮৪টি সিমকার্ড, দু'টি ল্যাপটপ, একশোর বেশি ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ডেবিট কার্ড। কোন কোন অঞ্চল থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা তদন্তের স্বার্থে এখনই প্রকাশ্যে আনছে না পুলিশ। রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানান, অভিযান এখনও চলবে। আরও একাধিক গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা রয়েছে। এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) বলেন, 'জামতাড়া গ্যাং বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়-সহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। জামতাড়ার কথা এখন আমরা সবাই জেনে গিয়েছি। সেখানে সাইবার প্রতারণার একটি কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে। দেশে সাইবার প্রতারণার রাজধানী হয়ে উঠেছে এলাকাটি। সেই জন্য পুলিশের নজর এড়াতে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গেও তারা বিভিন্ন গ্যাংয়ে ছড়িয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল।' তিনি জানান, পশ্চিমাঞ্চলের ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন এলাকাগুলিকে প্রতারকেরা বেছে নিয়েছিল, কারণ উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় এটি অনেক বেশি সুবিধাজনক ছিল। জামতাড়া থেকে সেখানে আসা এবং ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চলটিই সুবিধাজনক ছিল অভিযুক্তদের কাছে। সুপ্রতিম বলেন, 'প্রায় কয়েক কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে। এই টাকা যাতে মানুষ ফেরত পান, সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, এই প্রতারকেরা বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে রাখত শিকারের জন্য। তালিকায় রয়েছে, ফিশিং (তথ্য হাতিয়ে প্রতারণা), ওটিপি জালিয়াতি, ভুয়ো বিনিয়োগের টোপ, সেক্সটরশন, গ্যাসের ভর্তুকির নামে প্রতারণা, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের টোপ-সহ আরও বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি।

লোকসভায় পেশ আয়কর বিল

বিরোধী হট্টগোলে মুলতুবি অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি: লোকসভায় পেশ হল বহু প্রতীক্ষিত আয়কর বিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সঙ্গে সঙ্গে এই বিলের প্রতিবাদে সুর চড়ান বিরোধী দলের সাংসদরা। তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় সাফ জানান, আগের তুলনায় আরও অনেক জটিল এই নতুন বিল। লোকসভায় শুরু হয় হট্টগোল। শেষ পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। আগামী ১০ মার্চ সকাল ১১টায় ফের শুরু হবে লোকসভার অধিবেশন। আয়কর বিল আপাতত পাঠানো হবে সিলেক্ট কমিটিতে।

১৯৬১ সালের আয়কর আইনে পরিবর্তন করবে নতুন বিল। বৃহস্পতিবার এই বিল পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আয়কর আইনের ধারা কমিয়ে ৫৩৬-এ নামিয়ে আনা হবে।' আয়করের নিয়ম সরল করবে নতুন বিল, এমনটাই মত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। যদিও একেবারে উলটো মত বিরোধীদের। তৃণমূল সাংসদ সৌগত

রায় বলেন, 'পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিলের প্রতিবাদ করেছি। কারণ নতুন বিলে কোনও সুবিধা হবে না। আগের বারের থেকে অনেক বেশি জটিল এই বিল।'

১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করার সময়ই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আগামী সপ্তাহে সংসদে নতুন আয়কর বিল আনবে সরকার। যেখানে বর্তমানে দেশে চলা আয়কর আইন, ১৯৬১-র অনেক সরলীকরণ করা হবে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এর ফলে কমে যাবে বর্তমানে চালু থাকা আইনের অন্তত ৬০ শতাংশ জটিলতা। কমে যাবে অনেক আইনি কচকচানি। ফলে অনেক সহজ উপায়ে কোনও বিশেষজ্ঞ ছাড়াই আয়কর দাখিল করতে পারবেন করদাতারা।

বাজেটের দিনই অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, নয়া বিলে দেশবাসীর প্রতি 'ন্যায়' করা হবে। বর্তমানে চালু থাকা আইনের নানা অধ্যায় ও শব্দাবলিকে কমিয়ে কার্যত অর্ধেক করে দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

দিল্লির ভোট নিয়ে মমতার সঙ্গে সহমত নন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লিতে আপ-কংগ্রেস জোট হলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। বিজেপি-বিরোধী 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের দুই শরিকের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণেই রাজধানীতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকারের পতন হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মতামত দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রীর ওই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন না দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, দিল্লিতে আপ-কংগ্রেস জোট হলেও খুব একটা লাভ হত না। মেরেকেটে চার-পাঁচটি আসনে ফল অন্যরকম হত। এর বেশি কিছু নয়। ২৭ বছর পর দিল্লি বিধানসভায় ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপি। রাজধানীর ভোটে ৭০টি আসনের মধ্যে ৪৮টিতে জিতেছে তারা। আপ ২২টিতে। কংগ্রেস খাতাই খুলতে পারেনি। গত শনিবার ভোটের ফল প্রকাশের পর আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না বললেও সোমবার বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে দিল্লি ভোট নিয়ে মমতার বক্তব্য ছিল, দিল্লি নির্বাচনে কয়েক শতাংশ ভোট বেশি পেয়ে জিতেছে বিজেপি। কংগ্রেস 'নমনীয়' হয়ে আপের সঙ্গে জোট করলে এমনটা হত না। ওই বৈঠকেই হরিয়ানার ভোটের প্রসঙ্গও

টেনেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁর বক্তব্য ছিল, হরিয়ানায় আপ কংগ্রেসের সঙ্গে যা করেছে, দিল্লিতে কংগ্রেস তা-ই করেছে আপের সঙ্গে। কংগ্রেস-আপ পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় করে না-চলার ফলেই দুই রাজ্যে বিজেপি তার ফয়দা তুলেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন মমতা। প্রসঙ্গত, দিল্লি ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করেও দেখা গিয়েছে, আপ এবং কংগ্রেসের ভোট কাটাকাটির ফলে ১৪টি আসনে জিতে গিয়েছে বিজেপি। তবে রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, ভোটের পাটিগণিত এত সরলরেখায় সব সময় চলে না। আপ-কংগ্রেস জোট হলে বিজেপি কী কৌশল নিত, তা-ও দেখার ছিল। অভিষেকের মতে, 'দিল্লিতে আপ-কংগ্রেসের জোট হলেও খুব বেশি লাভ হত বলে আমার মনে হয় না। চার-পাঁচটা আসনে ফারাক অবশ্যই হতে পারত। আপনি একা লড়ুন বা কারও সঙ্গে জোট করে লড়ুন, দেখতে হবে, জনতা আপনার সঙ্গে আছে কি না। দিল্লির মানুষের মনে হয়েছিল, এ বার বদল দরকার। আর গণতন্ত্রে মানুষের মতামতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের আরও বক্তব্য, বিজেপি আপের বিরুদ্ধে যে প্রচার করেছিল, কেজরিওয়ালের দল তার পাল্টা 'ভাষ্য' তুলে ধরতে পারেনি মানুষের কাছে। সে কারণেই পরাজয়। তাঁর কথায়, 'বিজেপি মিথ্যা প্রচারে ওস্তাদ। কিন্তু আপ পাল্টা ভাষ্য (কাউন্টার ন্যারেটিভ) মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারেনি।' এ প্রসঙ্গে বাংলার উদাহরণও দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, 'বাংলাতেও বিজেপি একই চেষ্টা করেছিল। ওরা বলেছিল, কেন্দ্র নাকি টাকা দিচ্ছে আর তৃণমূল সেই টাকা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে না। আমরা পাল্টা প্রচার করে বলেছিলাম, যদি টাকা দিয়ে থাকে, তা হলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। ওরা করেনি।' পাশাপাশিই অভিষেক বলেন, 'আমরা ৫০ লক্ষ মানুষের থেকে সই সংগ্রহ করেছিলাম। তার পরে দিল্লিতে মানুষের পাওনা চেয়ে আন্দোলন নিয়ে গিয়েছিলাম।'

মার্কিন মুলুকে মোদি-ট্রাম্পের হাতিয়ার শুল্ক বনাম সমঝোতা

কর নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি: দু'দিনের জন্য মার্কিন সফরে গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফ্রান্স হয়েই সেদেশে পা দিয়েছেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন মসনদ পুনরুদ্ধারের পর এই প্রথমবার সেদেশে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, রাতেই হয়তো টেসলা কর্তা ইলন মাস্কের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা তাঁর। একান্ত বৈঠক করবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও। এর মধ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে কর নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানান, তিনি কর নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করতে চলেছেন। মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের দিনেই হোয়াইট হাউস থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হবে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় হবে ঘোষণা।

নিজের সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, 'তিনটি দারুণ সপ্তাহ কাটল। হয়তো এই তিন সপ্তাহ সর্বকালের সেরা। কিন্তু আজ বড় একটা দিন পারস্পরিক শুল্ক আরোপ! আমেরিকাকে আবার মহান করে তুলতে হবে।' পারস্পরিক শুল্ক আরোপের কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এই শুল্কের অর্থ হল, যে দেশ আমেরিকার পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করবে, সেই দেশের পণ্যের উপরেও পাল্টা কর চাপাবে আমেরিকা। চলতি সপ্তাহের এই শুল্কের বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হবে বলে জানিয়ে রেখেছিলেন ট্রাম্প। তা নিয়েই এ বার পোস্ট করলেন।

২০ জানুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন ট্রাম্প। তার পর থেকে একাধিক দেশের উপর শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন। প্রতিবেশী কানাডা এবং মেক্সিকোর উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। ওই দুই দেশের অবৈধ অভিবাসী সংক্রান্ত সমস্যার পাল্টা হিসাবে এই কর আরোপ করেছিলেন তিনি। পরে কানাডা এবং মেক্সিকো জানায়, তারা অভিবাসী সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে। এর পর শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ১ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে ওয়াশিংটন।

ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতি অনুযায়ী, শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে কোনও দেশকে রেয়াত করা হবে না। তাঁর কথায়, 'ওরা যদি আমাদের থেকে টাকা নেয়, আমরাও ওদের থেকে টাকা নেব। পাল্টা দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।' কোন কোন দেশের উপর ট্রাম্প এই কর চাপাবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তিনি এর আগে বলেছিলেন, 'কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' ভারতকেও ট্রাম্প প্রশাসনের কোপের মুখে পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। কারণ, এর আগে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য এবং করের পরিমাণ নিয়ে ট্রাম্প অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। চার দিনের বিদেশ সফরে গিয়েছেন মোদি। ফ্রান্সে দু'দিন কাটানোর পর আমেরিকা পৌঁছেছেন বৃহস্পতিবার। শুক্রবার ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করার কথা তাঁর। শুল্ক এবং বাণিজ্য নীতি নিয়ে সেই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে।

মোদি-ট্রাম্পের বৈঠকে একদম উপরেই রয়েছে শুল্ক আলোচনা। বিশ্ব বাজারে বরাবর ভারতকে শুল্কের রাজার তকমা দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু, সেই সব এখন অতীত। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় বাজেটেই বিশেষ করে আমেরিকান মোটরসাইকেলে শুল্ক কমিয়েছে ভারত।

এরপর দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১১৬৬ নং এফিডেভিট বলে Subha Singh S/o. Shankar Singh ও Subodh Singh S/o. Sankar Singh R/o. Bele Bejpara, Mahanad, Pandua, Hooghly-712147 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I **Zehra Izhaar / Zehra Unsa Izhaar** daughter of Syed Izhaar Ul Haque residing at 41-B Lower Range, Kolkata-700019 have changed my name after marriage and shall henceforth be known as **Zehra Izhaar Quader** as declared before the First Class Magistrate South 24 Parganas, Sealdah Court vide affidavit no. 143 dated 07.02.2025. **Zehra Izhaar / Zehra Unsa Izhaar and Zehra Izhaar Quader** are same and identical person.

NAME CHANGE

I **Arun Kumar Gupta** son of Late Shyam Lal Gupta residing 110/H/14, Elliot Road, Kolkata-700016 was also known as **Arun Gupta.** Henceforth I shall be known as **Arun Kumar Gupta** as declared before the First Class Magistrate South 24 Parganas, Sealdah Court vide affidavit no. 144 dated 07.02.2025. **Arun Kumar Gupta** and **Arun Gupta** are same and identical person.

নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 427277418 -এতে আমার নাম Rafiuddin আছে। গত ০৬/১২/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Rafikul Ansari এবং Rafiuddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি পলাশ সরকার পিতা- মৃত রাম কমল সরকার,ঠিকানা- গ্রাম + পোস্ট + থানা- মিনাখা,জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪২৫।
আমার কন্যার বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটি প্রদত্ত জন্মের সংশয় পত্রের স্নিগ্ধা সরকার নামটি পরিবর্তন করে সৌরশ্রী সরকার করিবার জন্য গত ইংরেজির /১২/২/২০২৫ তারিখে বসিরহাট ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ২৭৭৮নং -এফিট এভিট এ ঘোষণা করিয়াছি। এখন হইতে সর্বত্র সৌরশ্রী নামে পরিচিত হইবে।

CHANGE OF NAME

I, Sk Raj Anish, S/O-Sk Abdul Hanif residing at Vill-Guma Barabamunia, PO-Guma, PS-Ashokenagar, Dist-North 24 Prgs that I am swearing affidavit vide No 1155 before in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class (2nd J.M.) for the rectification my DOB as 05.08.1995 in place of 04.03.1995. my actual DOB is 05.08.1995.

নাম-পদবী

আমি Saidul Ansari, পিতা Nasiruddin Karikar, কিন্তু ভুলবশতঃ LIC পলিসি নং 427957235 -এতে আমার নাম Ripan Ansary, পিতা- Nasiruddin Ansary আছে। গত ৭/২/২০২৫ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Saidul Ansari, S/o. Nasiruddin Karikar এবং Ripan Ansary, S/o- Nasiruddin Ansary এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

।। ভ্রম সংশোধন ।।

জেলা হুগলী, মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাট ৩৯ কেস নং -৩৭/২০২৩

দরখাস্তকারিনী: - শামীমা খাতুন ও দীগর। বিগত ইংরাজীর ০৩/০৯/২০২৪ তারিখে এই 'একদিন' সংবাদ পত্রে ২নং পৃষ্ঠায় ৭নং কলমে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ২১নং লাইনে উক্ত দরখাস্তকারিনী নং ১ এর স্বামী এবং দরখাস্তকারি নং ২ ও ৩ এর পিতা মৃত মহঃ সাহাজাদা মহাশয়ের মৃত্যুর তারিখ ভ্রম বশত: ইংরাজীর ২০/০৮/২০২২ প্রকাশিত হইয়াছে, উক্ত স্থানে মৃত্যুর সঠিক তারিখ ইংরাজীর ২০/০৪/২০২২ প্রকাশিত হইবে ও পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ছাপাগত ভ্রমের জন্য দুঃখিত।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী মনোজ বেরা পিতা শ্রী জয়দেব বেরা সাকিম গোপাল নগর, হড়হড়িয়া রেনিগেট, সিঙ্গুর, হুগলী মহাশয় বিগত ইং 15/09/2009 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0234/2009 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী মুক্ত রায়** পিতা ৺নিমাই চন্দ্র রায় সাকিম ২৭/এ ভট্টাচার্য্য গার্ডেন রোড, নবগ্রাম, শ্রীরামপুর, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি/করিয়াছি।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা পায়রাডাঙ্গা, হাল ৭৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩২০ (মহিতোষ পাত্র) নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৫৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯৯ শতক মধ্যে ৫৩ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-**শ্রী মুক্ত রায়**
আমমোক্তার

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি ইয়াসিন মন্ডল, পিতা- মজিবর মন্ডল, নিবাস গ্রাম-সাতঘোরি, পোষ্ট-জেজুর, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৫, মোবাইল নং.-৭৩১৯০৪৪৪৩৬, আমার আসল নথিবদ্ধ দলিলটি হারিয়ে গেছে হরিপাল বাজারে, যার নং. ৭৬/ ২০১৪, এ.ডি.এস.আর. হরিপাল, এল.আর. দাগ দাগ নং. ২৩৪। এই বিষয়ে হরিপাল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যার জি.ডি.ই. নং. হল ৩৪৯, তারিখ ০৭.০২.২০২৫। যদি কেউ উপরোক্ত বর্ণিত দলিলটি পেয়ে থাকেন তাহলে উপরোক্ত ঠিকানায় ফিরিয়ে দিলে উপকৃত থাকব।

আমার মক্কেল শ্রী বিশাল জয়সোয়াল, পিতা-উত্তম জয়সোয়াল মহাশয় গত ইং ২৭.০১.২০২৫ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-১, ভ্যলুম নং-০৫০২-২০২৫, পাতা নং-২১৮৭৬ হইতে ২১৮৯৯, বিয়িং নং-০৫০২০০৬৫৫ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। শ্রী রাজ কিষাণ সাউ, ২। রবীকান্ত সাউ, উভয়ের পিতা-রমেশ প্রসাদ সাউ, সাং-৩৫৭/ ৭ বেলিলিয়াস রোড মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে কোনা মৌজার জে.এল. নং-১০৭, হাল ৬৬০৯ ও ৬৬১০ খতিয়ানে সাবেক ১২৯০ নং হাল ১৩৩১ নং দাগে ২ ছটাক জমি ও সাবেক ১২৯১ নং হাল ১৩৩২ নং দাগে ১ কাঠা ১৪ ছটাক জমি সর্বমোট ২ কাঠা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও প্রকার আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- হুগলী, মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং -৩০/২০২৪(সাকসেশান)

দরখাস্তকারি: মহঃ সাকিল পিতা মৃত ওলি মহঃ ওরফে ওলি মহম্মদ সাং - ৪০২, আর.বি.এস রোড চাঁপদানী, পো:-বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২২২২ ।
এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারির পিতা- মৃত ওলি মহঃ ওরফে ওলি মহম্মদ পিতা- মৃত আব্দুল আজিজ, সাং - ৪০২, আর.বি.এস রোড চাঁপদানী, পো:-বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২২২২ ঠিকানায় বিগত ইংরাজীর ২১.০৩.২০২১ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। নর্থ ব্রুক জুট কোম্পানি লিমিটেড, এ্যাট ১, জি.টি রোড, চাঁপদানী, পো:-বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন – ৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারির পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের গ্রাচুইটি বাবদ ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার (Rec. No.MO/2025 and C. No. 08/1087) হইতেছে। তাহা সুদসহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারি অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট গ্রহন করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারোও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন । নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।
দেও কুমার প্রসাদ (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর আদালত ।
আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট চন্দননগর,১১.১২.২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী অরূপ কুমার পট্টনায়েক, পিতা-৺পুলিন বিহারী পট্টনায়েক, সাং ও পোঃ- নয়াগ্রাম, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১৫৯, ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম থানাধীন নয়াগ্রাম মৌজাস্থিত জে. এল. নং- ১৪৩, খতিয়ান নম্বর- ১১৫৮ ভুক্ত রিভিজন্যাল ও হাল দাগ নম্বর- ২৮০ সহ মোট ১৪ টি দাগে সর্বমোট ৭.৯১৭ ডেসিমেল ভূমি জমির মালিক শ্রীমতী অর্চনা ইন্দুভূষণ দাস প্রকাশিত অর্চনা দাস এর পক্ষে গত ইং- ০৩/০৯/২০২১ তারিখের মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুম্বাই জেলার কুড়লা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৬২৪১ নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অসীম কুমার পট্টনায়েক, পিতা- ৺পুলিন বিহারী পট্টনায়েক, সাং ও পোঃ- নয়াগ্রাম, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১৫৯ এর নিকট হইতে গত ইং-১৬/০৩/২০২৩ তারিখের গোপীবল্লভপুর, অ্যাডিশন্যাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত ১০৪৪/২০২৩ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন ।
আমার উপরিউক্ত মক্কেল সমূহ ৭.৯১৭ ডেসিমেল ভূ-সম্পত্তির মিউটেশান এর জন্য বি. এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও., নয়াগ্রাম অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি মিউটেশানের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত তথ্য সহ নিজ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেল প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিবেন।
সুমন সেন
এ্যাডভোকেট
এনরোলমেন্ট নম্বর-এফ/৩১৫/১৯৯৯
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, ঝাড়গ্রাম

আমার মক্কেল ইবু ইমাম মল্লিক, পিতা-মরহুম সিদ্দিক হোসেন মল্লিক মহাশয় গত ইং ০৮.০৯.২০১৬ তারিখে হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪, ভ্যলুম নং-০৫০১-২০১৬, পাতা নং-১৪২৫০ হইতে ১৪২৬৯, বিয়িং নং-০৫০১০০৮০৮ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে চামরাইল মৌজার জে.এল. নং-১০৫, হাল ১৩৩৯ নং খতিয়ানে সাবেক ১৪৪৪ নং দাগের হাল ১৫০৬ নং দাগে ৪ শতক হাল ১৩৬৪ নং খতিয়ানে সাবেক ১৪৪৪ নং দাগের হাল ১৫০৬ নং দাগে ৪ শতক ও হাল ৩৮৯ নং খতিয়ানে সাবেক ১৪৪৪ নং হাল ১৫০৬ নং দাগে ৫ শতক সর্ব্ব মোট ১৩ শতক জমি ১। ভূতনাথ মালিক, ২। মঙ্গল মালিক, ৩। ক্ষুদিরাম মালিক, সকলের পিতা-তুলসী মালিক মহাশয়গণদের নিকট হইতে বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও প্রকার আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ ১) শ্রী অরূপ কুমার পট্টনায়েক ও ২) শ্রী অসীম কুমার পট্টনায়েক, উভয়পিতা- ৺পুলিন বিহারী পট্টনায়েক, সাং ও পোঃ- নয়াগ্রাম, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১৫৯, ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম থানাধীন নয়াগ্রাম মৌজাস্থিত জে. এল. নং- ১৪৩, খতিয়ান নম্বর- ১১৫৬ ভুক্ত রিভিজন্যাল ও হাল দাগ নম্বর- ২৮০ সহ মোট ৩ টি দাগ এবং খতিয়ান নম্বর- ৪৩৮ ভুক্ত রিভিজন্যাল ও হাল দাগ নম্বর- ২৮৭ সহ মোট ৩টি দাগ অর্থাৎ দুটি খতিয়ানে মোট ৬ টি দাগে সর্বমোট ৩.২৩৩ ডেসিমেল ভূমি জমির মালিকগণ ১) শ্রীমত্যা গৌরী রানী মহান্তি, ২) শ্রীমতী বিথিকা মহাপাত্র, ৩) শ্রীমতী শুভ্রা পট্টনায়েক, ৪) শ্রীমতী লিপি পট্টনায়েক, ৫) শ্রীমতী ছবি রানী দাস, ৬) শ্রীমতী ইতু দাস এর পক্ষে গত ইং-, ০৬/০৯/২০২১ তারিখের ডি.এস. আর., ঝাড়গ্রাম অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫৩১ নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার স্বরূপে এবং স্বয়ং পক্ষে শ্রী নয়নেন্দু পট্টনায়েক, পিতা- ৺শরদেন্দু পট্টনায়েক, সাং ও পোঃ- নয়াগ্রাম, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১৫৯ এর নিকট হইতে গত ইং- ১৬/০৩/২০২৩ তারিখের গোপীবল্লভপুর, অ্যাডিশন্যাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত ১০৪৩/২০২৩ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন।
আমার উপরিউক্ত মক্কেলগণ সমূহ ৩.২৩৩ ডেসিমেল ভূ-সম্পত্তির মিউটেশান এর জন্য বি. এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও., নয়াগ্রাম অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি মিউটেশানের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত তথ্য সহ নিজ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেলগণ প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিবেন।
সুমন সেন
এ্যাডভোকেট
এনরোলমেন্ট নম্বর-এফ/৩১৫/১৯৯৯
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, ঝাড়গ্রাম

NOTICE

Take notice that Complainant **Mrs. Santana Sihi**, wife of Late Barun Kumar Sihi, presently residing at C/o Mr. Bireswar Roy, Uma Apartment, Barabazaar, Barabazaar Main Road, P.O. & P.S. - Chandannagore, District - Hooghly, Pin- 712136 have filed one Consumer Complaint **Case No. 231/2024 before the District Consumer Disputes Redressal Forum, Hooghly at Chinsurah** against the Opposite party **Manager/Director of "Shantineer Old Age Care and Hospitality Limited"** having its office at :- (i) 54, Subhash Pally, Opposite ISI Bus Stop, Near Dunlop, Kolkata 700108 (ii) 19/1, Sreemani Para Lane, Kolkata 700036 and (iii) 2 No. Debighar, Monosha Bari Goli, P.O.- Madhyamgram, Dist- 24 Parganas (N), Pin - 700129 and that hearing of the said Complaint case will take place on **13.03.2025 at 10:30 A.M**. in the Forum and if no appearance is made on or before 13.03.2025 on behalf of the Opposite party in person, by pleader or by someone authorized by law to act on behalf, the said case will be heard and determined ex-parte.
Subhasis Chandra
Complainant's Advocate
By order of Court
Sd/- Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ২য় সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিসন আদালত
জে. মিস কেস নং ১/২০২৪ সন
দুর্গাশংকর কামিল্যা দীং
...দরখাস্তকারীগন।
-বনাম-
দেবব্রত কামিল্যা দীং
...প্রতিপক্ষগন।

প্রতি,
৪) গৌতম কামিল্যা পিতা-ঁ ভবানী শংকর কামিল্যা
৭) শ্রীমত্যা চম্পা কামিল্যা পিতা- ঁভবানী শংকর কামিল্যা,
৮) শ্রীমতী সুমিতা মন্ডল স্বামী - দীপক মন্ডল, সর্ব্ব সাং- পাইকপাড়ী, পোঃ- মাড়তলা, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।
....বিবাদীগন / প্রতিপক্ষগন।

উপরোক্ত বিবাদীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আদালতে উক্ত দরখাস্তকারীগন আপনাদের বিরুদ্ধে অত্র আদালতের T.S.No. 296/ 2020 নং মোকর্দ্দমার গত ইং ০৩.১০.২০২৩ তারিখের আদেশ Recall/Set aside করিবার প্রার্থনায় উপরোক্ত নং মিস কেস মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মিস কেস মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ বিজ্ঞপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবু গনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। Next date 18.03.2025.
ইতি
অনুমত্যানুসারে-
সুপ্রিয় পাত্র
সেরেস্তাদার
২য় সিভিল জর্জ, সিনিয়র ডিভিসন, আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর জর্জকোর্ট,
পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬.০১.২৫

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম লালবাগ সিভিল জজ আদালত (জুঃ ডিঃ) ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
মোঃ নং-মিস প্রবেট ৩/২০২৪

প্রতিপক্ষ-Bandana Sinha, W/O- Late Tapati Kumar Sinha. of Village & P.O.+P.S- Sundarnagar, Dist.-East Singhbhum. Jharkhand, Pin No.- 832107.
দরখাস্তকারী- অমল কুমার সিংহ, পিতা-মৃত ভুবন মোহন সিংহ, সাং-নেহালিয়া, পো ও থানা-জিয়াগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ যেহেতু দরখাস্তকারীর দিদি অধুনামৃত কনিকা সিংহ, পিতা-মৃত ভুবন মোহন সিংহ, সাং-নেহালিয়া, পো ও থানা-জিয়াগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদের নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিষয়ে যে উইল দরখাস্তকারী বরাবর করিয়াছেন, তাহার প্রবেট লইবার জন্য, দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। অতএব এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে, তাহা আপনি অত্রাদালতে ইং ১৯.০৩.২৫ তারিখে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইবে।
অদ্য সন ২০২৪ সালের ২০/১২ তারিখে আমার সহি ও আদালতের শীলমোহর যুক্তমতে দেওয়া হইলো।

তপশীল

জেলা-মুর্শিদাবাদ, খতিয়ান নং- ১৩২ থানা-জিয়াগঞ্জ, দাগ নং- সা-১১০/৪০৫, হাল-৩১৯ সা-১১০/৪০৭, হাল-৩২২, মৌজা-নেহালিয়া রকম- বাড়ি ঐ, পরিমাণ- ০৩ শতক মধ্যে ১.৫ শতক। ০১ শতক মধ্যে ০.৫ শতক। মোট ৪ শতক মধ্যে ০২ শতক।
আদালতের আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার
লালবাগ মুন্সেফ আদালত মুর্শিদাবাদ
২০/১২/২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী অসীম কুমার পট্টনায়েক, পিতা- ৺পুলিন বিহারী পট্টনায়েক, সাং ও পোঃ- নয়াগ্রাম, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১৫৯, ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম থানাধীন নয়াগ্রাম মৌজাস্থিত জে. এল. নং- ১৪৩, খতিয়ান নম্বর- ১১৫৭ ভুক্ত রিভিজন্যাল ও হাল দাগ নম্বর- ২৮০ সহ মোট ১৪ টি দাগে সর্বমোট ৭.২৬৭ ডেসিমেল ভূমি জমির মালিকগণ ১) শ্রী সৌমেন্দু বিকাশ দাস, ২) শ্রী শুভেন্দু পি. দাস ওরফে শুভেন্দু প্রকাশ দাস, ৩) শ্রীমতী বর্ণালী মহাপাত্র এর পক্ষে গত ইং- ১৩/০৪/২০২১ তারিখের ডি. এস. আর., ঝাড়গ্রাম অফিসের ৫৬৬/২০২১ নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অরূপ কুমার পট্টনায়েক, পিতা- ৺পুলিন বিহারী পট্টনায়েক, সাং ও পোঃ- নয়াগ্রাম, থানা- নয়াগ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭২১১৫৯ এর নিকট হইতে গত ইং- ১৬/০৩/২০২৩ তারিখের গোপীবল্লভপুর, অ্যাডিশন্যাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত ১০৪৫/২০২৩ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন।
আমার উপরিউক্ত মক্কেল সমূহ ৭.২৬৭ ডেসিমেল ভূ-সম্পত্তির মিউটেশান এর জন্য বি. এল. এ্যান্ড. এল. আর. ও., নয়াগ্রাম অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি মিউটেশানের বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত তথ্য সহ নিজ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেল প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিবেন।
সুমন সেন
এ্যাডভোকেট
এনরোলমেন্ট নম্বর-এফ/৩১৫/১৯৯৯
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, ঝাড়গ্রাম

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।
A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। ১ লা ফাল্গুন। শুক্র বার । দ্বিতীয়া তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল র দশা, বিংশোত্তোরী শুক্র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ শিল্পী গগনেন্দনাথ ঠাকুর র তিরোধান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

যাত্রীবোঝাই ট্যাক্সিকে গুড়িয়ে দিল লরি, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটে হাওড়ার বালি থানার অন্তর্গত জি টি রোডে দেওয়ানগাজি এলাকায়। যাত্রীবোঝাই ট্যাক্সিকে সজোরে ধাক্কা মারে রাস্তা ঢালাই করারএকটি লরি। ওই ধাক্কার ফলে ট্যাক্সি দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় বালি থানার পুলিশ। এরপর দমকল এসে লরিটিকে সরিয়ে গ্যাস কটার দিয়ে ট্যাক্সি দরজা কেটে ট্যাক্সির চালক ও যাত্রীদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার প্রায় দু ঘণ্টা পর উদ্ধার করে ওই দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ঘটনাস্থলেই ট্যাক্সির চালক ও ওপর এক জন যাত্রীসহ দুজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই দুই ব্যক্তির অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলেই জানা যাচ্ছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বালি কেন্দ্রের বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়। ঘাতক লরির চালক পলাতক, তাকে খোঁজ করার চেষ্টা চালান হচ্ছে বলেই বালি থানা সূত্রে জানা যাচ্ছে। ঘাতক লরিটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। লরিটির রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা করে লরির মালিক কে তা জানা হবে বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও দুর্ঘটনায় মৃত দুই ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। যদিও তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালান হচ্ছে বলেই বালি থানা সূত্রে জানা যাচ্ছে।

তপন থিয়েটারে দু'দিন ব্যাপী 'আরুষি পার্বণ' নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি তপন থিয়েটারের তিন তলায় তাপস জ্ঞানেশ সভাকক্ষে দুদিন ব্যাপী 'আরুষি পার্বণ' (দ্বিতীয় বর্ষ) অনুষ্ঠিত হল। দু'দিনে মোট ১২টি অনুনাটক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা সুজন সাহা ও সুদীপ্ত সরকার। দ্বিতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন নাট্য গবেষক, প্রাবন্ধিক সর্বশ্রী রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নাটককার হিসাবে সম্মানিত সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও বালিগঞ্জ আরুষি কর্তৃক প্রদত্ত গোপাল দাশ স্মৃতি সম্মাননা দেওয়া হয় মঞ্চপরিকল্পক অজিত রায়কে এবং বছরের সেরা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মনোনীত করে সমৃদ্ধি ব্যানার্জীকে 'যুগলকিশোর দাশগুপ্ত স্মৃতি সম্মাননা' দেওয়া হয়। এছাড়াও দুদিনে মোট ১২টি অনুনাটক মঞ্চস্থ হয়।

পাটুলি নিত্য নাট্য প্রযোজিত 'নট ফর সেল' , হাওড়া থিয়েটার উইংস প্রযোজিত 'টর্চ লাইট', নিউ আলিপুর আরোহন প্রযোজিত 'হিম্মত', বরাহনগর দৃশ্যকাব্য প্রযোজিত 'খুড়ো', সুভাষ বিদ্যামন্দির প্রযোজিত মুক শিশুনাট্য 'ভোকাট্টা' এবং বেহালা থার্ডবেল প্রযোজিত 'সোয়াচান পক্ষীর বাসা'। দমদম শিল্পাঙ্গন প্রযোজিত 'অন্তরালে', সোনারপুর দৃশ্যম প্রযোজিত 'পোকামাকড়ে কুটুম', ড্রাফার পারফর্মিং গ্রুপ প্রযোজিত 'পথ', কাদারাট গৌরশিখা রেপার্টারি 'বিচ্ছিরিয়াস' এবং বালিগঞ্জ আরুষি প্রযোজিত নাটক 'দায়'।

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ১৩৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (বিএসআই) বৃহস্পতিবার কলকাতায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাদের ১৩৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছে। এই উপলক্ষ্যে প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি, এথনোবোটানি, বোটানিক গার্ডেনস এবং বায়োডাইভার্সিটি বিষয়ে ৩ দিনের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রেরও সূচনা হয়েছে। একই সঙ্গে দুটি অনুষ্ঠানের সূচনা করে বিএসআই-এর অধিকর্তা ডঃ আশিহো আসোসি মাও বলেন, 'উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, গবেষক এবং সংরক্ষণবিদরা বিজ্ঞান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।' তিনি আরও বলেন, 'ভারত অন্যতম জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের দেশ, যার পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম।' উপস্থিত ছিলেন, জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধিকর্তা ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশ বিদেশের খ্যাতনামা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা।

মার্কিন মুলুকে মোদি-ট্রাম্পের হাতিয়ার শুল্ক বনাম সমঝোতা

প্রথম পাতার পর

ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরতেই 'সমঝোতা'কেই হাতিয়ার করেছেন মোদি, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

কিন্তু অপরদিকে, ক্ষমতায় আসতেই একাধিক দেশের পণ্যের উপর বাড়তি শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে ট্রাম্প। শুল্ক বাড়ানো হয়েছে লৌহ পণ্যেও। যার জেরে চাপ পড়েছে ভারতীয় বাজারেও। সেই চাপের কথা মাথায় রেখেই ট্রাম্পের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন মোদি, এমনটাই অনুমান একাংশের।

আলোচনা হতে পারে প্রতিরক্ষা নিয়েও। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে দুই দেশের প্রতিরক্ষা, সামরিক কৌশল, সরঞ্জাম-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন রাজনাথ সিং। দুই দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মধ্যে হওয়া সেই টেলিফোনিক আলোচনা যে প্রভাব ফেলতে পারে মোদি-ট্রাম্পের বৈঠকেও, মত ওয়াকিবহাল মহলের।

মোদি-ট্রাম্পের বৈঠকে জায়গা পেতে পারে পারমাণবিক প্রযুক্তিও। ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রী সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ঠাঁই পেতে পারে পারমাণবিক প্রযুক্তির আলোচনাও। তিনি জানাচ্ছেন, সম্প্রতি দেশের পারমাণবিক আইনে আনা বদলগুলির মাধ্যমে কিছু মার্কিন সংস্থা এ দেশে বিনিয়োগের জন্য আকৃষ্ট করা যেতে পারে। আর সেই নিয়েই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বার্তা সারবেন প্রধানমন্ত্রী।

হাওড়া শাখায় ট্রেন বাতিল, যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের হাওড়া বিভাগে দিয়ারা, সিঙ্গুর স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণের কারণে লোকাল ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করার কথা জানালো পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ।

হাওড়া শাখার দিয়ারা ও নাসিবপুর স্টেশনের মধ্যে ১৬ নম্বর ব্রিজ এবং নাসিবপুর ও সিঙ্গুর স্টেশনের মধ্যে ২১ নম্বর ব্রিজের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ১৫ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) ও ১৬ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) নিম্নলিখিত ট্রেন চলাচলে পরিবর্তন করা হয়েছে। লোকাল ট্রেন বাতিলের তালিকায় ১৫ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) বাতিল আছে, হাওড়া থেকে তারকেশ্বর ৩৭৩৪৯, ৩৭৩৫১, তারকেশ্বর থেকে হাওড়া ৩৭৩৫৪ লোকাল। ১৬ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) বাতিল আছে, ডাউন লাইনে (তারকেশ্বর /আরামবাগ /গোঘাট /হরিপাল থেকে হাওড়া /শেওড়াফুলি অভিমুখে) তারকেশ্বর থেকে হাওড়া ৩৭৩১২, ৩৭৩১৪, ৩৭৩১৬, ৩৭৩১৮, ৩৭৩২০, ৩৭৩৫৬, ৩৭৩২২, ৩৭৩২৮ লোকাল। এবং তারকেশ্বর থেকে শেওড়াফুলি ৩৭৪১২, ৩৭৪১৬ লোকাল। গোঘাট থেকে হাওড়া ৩৭৩৭২ এবং গোঘাট

থেকে তারকেশ্বর ৩৭৩৯০। আরামবাগ থেকে হাওড়া ৩৭৩৬০। হরিপাল থেকে হাওড়া ৩৭৩০৮। আপ লাইনে (হাওড়া /শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর /আরামবাগ /গোঘাট /হরিপাল অভিমুখে) বাতিল হাওড়া থেকে গোঘাট ৩৭৩৭১, ৩৭৩৭৩। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর ৩৭৩০৯, ৩৭৩৫৩, ৩৭৩১১, ৩৭৩১৫, ৩৭৩১৭। শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর ৩৭৪১১, ৩৭৪১৫। হাওড়া থেকে আরামবাগ ৩৭৩৫৯। হাওড়া থেকে হরিপাল ৩৭৩০৭। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ এই কাজের জন্য যাত্রীদের হওয়া দুর্ভোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছে যাত্রীদের যাত্রার অসুবিধা কমানোর জন্য এই কাজকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলেই গ্রহণ করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ১ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার

চিটফান্ড নিয়ে জবাব শুনতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবকে তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাধিক চিটফান্ডে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার অভিযোগ ছবি ধরা পড়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। টাকা হারিয়ে অসহায় বহু মানুষ। সেই সব প্রতারিতদের ক্ষতিপূরণ দিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে মাথায় রেখে বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। সেই কমিটিতে সহযোগিতা করছে না রাজ্য, এমনই অভিযোগ উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্যের এই ভূমিকায় চরম ক্ষুব্ধ আদালত।

অভিযোগ, দিনের পর দিন রাজ্যের কাছে ওই কমিটি চালানোর জন্য পরিকাঠামো, শূন্যপদ পূরণ সহ বিভিন্ন আবেদন করা হলেও, তা কার্যকর করেনি রাজ্য। রাজ্য কেন এভাবে অসহযোগিতা করছে এবার তার কারণ জানতে চায় হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে ছিল এই মামলার

শুনানি। বিচারপতির নির্দেশ, আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। এরপর তিনি সরকারের অসহযোগিতার কারণ ব্যাখ্যা করবেন আদালতে। হাইকোর্টের বক্তব্য, কমিটির শূন্যপদ পূরণ হচ্ছে না। এমনকী যে সব কর্মী বা অফিসার সেখানে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে এলেও মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করছে না রাজ্য। রাজ্যের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, কমিটির নতুন চেয়ারম্যানকে রেমুনারেশন বা টাকা দেওয়ার বিষয়ে সরকার কোনও অনুমোদন দেয়নি। আগের চেয়ারম্যানেরও মোটা টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে। এই অবস্থায় আদালতের প্রশ্ন, যেখানে রাজ্যের আশ্বাস পেয়ে এই কমিটি গঠন করেছিল হাইকোর্ট, সেখানে পরিকাঠামোর সহ সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া রাজ্যের দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবে তা কেন করা হচ্ছে না, সে ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করেছে আদালত।

পোস্ট অফিসের ওপর ভরসা হারাবে মানুষ, টাকা গায়েবের ঘটনায় মন্তব্য বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনও চিটফান্ড নয়। পোস্ট অফিস থেকে গায়েব টাকা। বারো লক্ষ টাকা গায়েবের ঘটনায় বিরক্ত আদালত। সিআইডি-কে নির্দেশ দেওয়া হল তদন্তের। এরইপাশাপাশি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ভর্ৎসনার সুরে জানান, 'লোকের খাটনির টাকা জমাতে টাকা রাখছে। আর তা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ কিছুই করছে না। সরকারি চাকুরেদের টাকা পোস্ট অফিস থেকে এইভাবে লোপাট হয়ে গেল আর পুলিশ কিছু না করলে মানুষের ভরসা পোস্ট অফিস থেকে উঠে যাবে।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন শুনানির সময় বিচারপতি এ

প্রশ্নও তোলেন বলেন, 'গত দেড় বছরে জামালপুর থানা কিচ্ছু করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে টাকা রেখে যদি এই ভাবে মানুষ প্রতারিত হয় তাহলে মানুষ যাবেন কোথায়?' সঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, 'কেউ কোনও দায়িত্ব নেবে না। একটু কঠিন কাজ হলে সবাই দায় এড়িয়ে যাবে।' এরপরই বিচারপতি এদিন এই ঘটনায় তদন্তের ভার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের হাত থেকে এডিজি সিআইডিকে তদন্ত হস্তান্তর করেন। এই মামলার আগের দায়িত্বে থাকা দুই আইও-কেও ডেকে পাঠানোর নির্দেশ দেন এডিজি সিআইডিকে। সঙ্গে জানান, ওই দুই অফিসার এই তদন্তে কী কী পদক্ষেপ করেছেন, তাঁদের থেকে ব্যাখ্যা নিতে হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে এই তদন্ত শেষ করতে হবে পুলিশকে।

বজবজ ডাকাতি ও গণধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বজবজ ডাকাতি এবং গণধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। বৃহস্পতিবার আলিপুরের সেকেণ্ড ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের বিচারক অয়ন মজুমদার এই ঘটনায় জড়িত তিনজনকে এই সাজা শোনান। আদতে এই মামলায় জড়িত ছিল চারজন। তবে একজনের মৃত্যু হয়েছে আগেই। এদিনের এই রায় ঘোষণায় আট বছর পর সুবিচার পেল নির্যাতিতার পরিবার।

ঘটনা ২০১৭ সালের ৩০ জানুয়ারির। সেই অভিশপ্ত রাতে ১টা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বজবজ থানার বুইতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশুখারা গ্রামে নির্যাতিতার বাড়িতে হানা দেয় একদল দুষ্কৃতী। বাধা পেয়ে দুষ্কৃতীরা দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে। অভিযোগ ওঠে, দুষ্কৃতীরা প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে নগদ এবং সোনার গয়না লুট করে। পরে স্বামী ও ৬ বছরের শিশুর সামনেই গৃহকর্ত্রীকে ধর্ষণ করে। তারপর নগদ টাকা-সহ সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় বজবজ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। বজবজ তদন্তকেন্দ্রের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ধীমান বৈরাগী তদন্তে নামেন। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের সহযোগিতায় সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। এরপর সিআইডিও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। আঁকা হয় দুষ্কৃতীদের ছবি। এরপরই তিন যুবককে আটক করে পুলিশ। এরা নোদাখালির বাসিন্দা। তাদের থেকে ডাকাতির বেশ কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার হয়। তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফলতার বাসিন্দা আরও দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আগেও বিভিন্ন থানায় অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল। তাদের থেকেও উদ্ধার হয় নগদ টাকা, মোবাইল ফোন এবং গয়না।

ব্যারাকপুরে উৎস ধারা প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনে পর্যটন মন্ত্রী ও পূর্ত সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বেলায় ব্যারাকপুরে গঙ্গা তীরবর্তী উৎস ধারা প্রকল্পের কাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও পূর্ত দপ্তরের সচিব অন্তরা আচার্য। উৎস ধারার প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনের আসার আগে কল্যানী এক্সপ্রেসওয়ের সম্প্রসারণের কাজের অগ্রগতিও খতিয়ে দেখলেন পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য। এদিন পূর্ত সচিব সাংবাদিকদের জানালেন, উৎস ধারা প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের প্রকল্প। সেই প্রকল্পকে তাঁরা শুধু বাস্তবায়িত রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। তাঁর কথায়, ব্যারাকপুরে ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।সেটা সাধারণ মানুষের কাছে ভালো তুলে ধরার জন্যেই এই গোটা প্রকল্প। তাছাড়া প্রকৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের মেলবন্ধন ঘটানো এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। তাঁর সংযোজন, মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত শহর এই ব্যারাকপুর। আর এই ব্যারাকপুর থেকেই মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। তাই মহাবিদ্রোহের নায়ক মঙ্গল পাণ্ডেকেও যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, উৎস ধারা প্রকল্পের কাজ ৭৫ শতাংশ তাঁরা করে ফেলেছেন। কিন্তু এখানে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার

সমস্যা রয়েছে। জমাজল অপসারনে এখানে নিকাশি ব্যবস্থার কাজ করতে হবে। এদিন তিনি আরও জানান, ঐতিহাসিক শহর ব্যারাকপুরে পুলিশ মিউজিয়াম আছে। তাই এখানে ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তাঁর দাবি, আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে উৎস ধারা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের সচিব জানান, কাজ খুব ভালোই হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, ২০২৬ সালের আগেই এক্সপ্রেসওয়ে সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সরকারের দপ্তরকে সাহায্য করছে না পুলিশ, পর্যবেক্ষণ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশ রাজ্যের নিজস্ব দফতরকেও সাহায্য করে না বলেই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার। বিচারপতির প্রশ্ন, কর্পোরেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্তাকেও এভাবে হেনস্থা করে পুলিশ তা নিয়েও। শুধু তাই নয়, পূর্ব বর্ধমানের একটি মামলায় সেই জেলার পুলিশ সুপারকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। টাকা নিয়েও মামলাকারীকে সম্পত্তি না দেওয়ায় ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনকেও ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

আদালত সূত্রে খবর, বর্ধমানের মেমারির একটি বাড়ি বিক্রি নিয়ে মামলার সূত্রপাত। ২০২২ সালের একটি সম্পত্তি বিক্রি করে উচ্চপদস্থ কর্তার থেকে টাকা নেন। রাজ্যের ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের বক্তব্য ছিল, টাকা পয়সা তাঁরা পেয়ে গেলেও, বাড়ি থেকে জবর দখলকারীদের ওঠানো যাচ্ছে না, তাই সেই ব্যক্তিকে বাড়ি 'হ্যান্ডওভার' করা যাচ্ছে না। এরপরই ওই ব্যক্তিকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেয় ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন দপ্তর। আর সেক্ষেত্রেই আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য দপ্তর।

এরই সূত্র ধরে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের জন্য মামলাকারী কেন সমস্যায় পড়বেন? তিন বছর কেটে গেলেও আপনারা কেন আসেননি আদালতে? কেন মামলাকারীর কাঁধে বন্দুক রেখেছেন বা কেন তাঁকে মামলা করতে বলেছেন?' কেন এক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন দপ্তর রাজ্য পুলিশের সাহায্য নেয়নি, সে প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, ২০২২ সালের ঘটনা। ২০২৫ সাল হয়ে গেল, এতদিনেও কেন ওই উচ্চপদস্থ কর্তা তাঁর টানা পাননি, তা নিয়ে ভর্ৎসনার মুখে পড়ে দপ্তর। এরপরই এসপি বর্ধমান ও মেমারি থানাকে নির্দেশ দেন, কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা রিপোর্ট আকারে পেশ করতে হবে।

ডেলিভারি বয়কে মারধর, কাঠগড়ায় শওকতের ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার ছেলে ইমরানের বিরুদ্ধে 'দাদাগিরি'র অভিযোগ। ইমরান ও তার দলবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিউটাউনে ডেলিভারি বয়কে মারধর করেছে তারা। সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যায় ঘটে এই ঘটনা ঘটে নিউটাউন বালিগরি ভাঙার মোড়ের কাছে। এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগও জানিয়েছেন ওই ডেলিভারি বয়। এদিকে এই ঘটনায় মুখে কুলুপ শওকত মোল্লা বা ছেলে ইমরান মোল্লার। পুলিশের কাছে ডেলিভারি বয় অভিযোগ জানান, বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো হচ্ছিল। তারই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি ওই

ডেলিভারি বয় আরও জানান, 'আমাকে চেপে দিয়ে গাড়িটি যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। এরপর আমি গাড়ির সামনে বাইক নিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। জিজ্ঞেস করি, আমাকে চাপছিলে কেন? তখনই গাড়ি থেকে নেমে আসে ওরা।' তখনই ওই ডেলিভারি বয়ের নজরে আসে, গাড়িতে শওকত মোল্লার ছেলে ও তার বন্ধুবান্ধব ছিল। এরপরই চলে মারধরের পালা।

সেক্টর ফাইভে মহিলা কর্মীদের নাইট শিফট নিয়ে রাজ্যকে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশ্নের মুখে কলকাতার নারী সুরক্ষা। কারণ, সম্প্রতি নিউটাউনে এক নাবালিকাকে খুন করে ধর্ষণ করার মতো ভয়াবহ অভিযোগ উঠেছে। এদিকে এই নিউটাউন-এর রাস্তা দিয়ে আইটি-সহ বিভিন্ন দপ্তরের মহিলা কর্মীদের নিত্য যাতায়াত। এবার আইটি সেক্টরে নাইট শিফটের কাজে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেওয়ার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে ওঠে সেই মামলা। মহিলাদের নিরাপত্তায় গাইডলাইন তৈরি করার আর্জি জানানো হয়। আর্জি শুনে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি টিম গঠন করবে ও পর্যালোচনা করে দেখবে যে কীভাবে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও উন্নত করা যায়। এর পাশাপাশি একটি খসড়া তৈরি করে গোটা রাজ্যে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

মামলায় রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, 'রাত্রের সাথী' প্রকল্প করেছে রাজ্য, যা মেডিক্যাল কলেজ, হস্টেল-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। আরও জানানো হয়েছে, মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানা একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। সেই বিজ্ঞপ্তিও এদিন আদালতে জমা দেয় রাজ্য। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কলেজ মোড়, ওয়েবেল মোড়, এসডিএফ, আরডিবি তথা ইলেকট্রনিক্স থানা অঞ্চলের মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে পুলিশ প্রশাসন। একইসঙ্গে এই এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। সঙ্গে দিন রাত এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ টহল দিচ্ছে, রাখা হচ্ছে উইনার্স মহিলা বাহিনী। এছাড়াও পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এছাড়া, নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সংবেদনশীল জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনাও এদিন উঠে আসে কলকাতা হাইকোর্টে। অনেক রাজ্যে রাতে কর্মরত মহিলাদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যে কেন সেই ব্যবস্থা নেই, সেই প্রশ্নও ওঠে। এরপরই রাজ্যকে খসড়া তৈরি করার নির্দেশ দেয় আদালত।

প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের ওপর হামলার ঘটনায় ফের চার্জশিট পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাটপাড়ার বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের গাড়িতে হামলার ঘটনায় আদালতে ফের চার্জশিট পেশ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। বৃহস্পতিবার বিশেষ আদালতে পেশ হওয়া সেই চার্জশিটে বিক্কির নাম যোগ করেছে এনআইএ। সূত্র বলছে, ভাটপাড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট ভাটপাড়া থানার কলাবাগান মোড়ের কাছে ঘোষপাড়া রোডে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি-বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে সেই ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর বিজেপি নেতার ওপর হামলার ঘটনায় ১২ জনের নামে চার্জশিট জমা দিয়েছিল এনআইএ। এদিন ফের একজনের নাম চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। চার্জশিট জমা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, ঘটনায়

অভিযুক্ত ১৪ জনের মধ্যে ১৩ জনের নামে ইতিমধ্যেই চার্জশিট জমা পড়েছে। ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত মহম্মদ আমীর ওরফে সনুর নামে এখনও চার্জশিট জমা পড়েনি। যদিও এখনও ঘটনার তদন্ত চলছে। তাঁর অভিযোগ, হামলার ঘটনার মূল চক্রী জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। এখনও তাঁকে মারার চক্রান্ত চলছে। প্রিয়াঙ্গুর আশা, জগদ্দলের বিধায়কও এনআইএ-র হাতে ধরা পড়বে।

৩ বছর সামান্য আর্থিক সাহায্যও পাচ্ছেন না শহরের হতদরিদ্ররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কন্যাশ্রী, বিগত কয়েক বছরে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে একাধিক আর্থিক প্রকল্পের ঘোষণা করেছে সরকার। এই সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে সমস্ত মানুষ পায় তার জন্য চালু হয়েছে দুয়ারে সরকার। এদিকে কয়েকদিন আগেই গোটা রাজ্যে ফের বসেছিল দুয়ারে সরকার। ক্যাম্পে ক্যাম্পে ছিল বিস্তর ভিড়। এদিকে ভুরি ভুরি নয়া প্রকল্পে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে গরিবদের আর্থিক সুবিধা প্রকল্প। আর তা নিয়েই তৃণমূল বোর্ডের বিরুদ্ধে সরব খোদ তৃণমূল কাউন্সিলররাই। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। অনেকেই বলছেন, অন্যান্য প্রকল্পগুলিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সুকৌশলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শহরের দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য প্রকল্প। এদিকে এই টাকা বন্ধ করে রাখা এবং কেন চালু করা যাচ্ছে না, তা নিয়ে কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে খোদ তৃণমূল কাউন্সিলররাই সরব হলেন। এই ঘটনায় বাস্তবিক-ই বিড়ম্বনায় নিজেদের বোর্ডকে।

শোনা যাচ্ছে, গত ২০২২ সাল থেকে ধীরে ধীরে বন্ধ করা হচ্ছিল দরিদ্রদের জন্য আর্থিক প্রকল্প। ২০২৫ সালের শুরুতে জানিয়ে দেওয়া হয় যেহেতু লক্ষীর ভাণ্ডার দেওয়া হচ্ছে, তাই

গরিবদের জন্য আর কোনও প্রকল্প নয়। কলকাতা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই আর্থিক সুবিধাকে বলা হতো, 'জি আর'। শহরে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র, তাঁদের হাতে বার্ষিক ১৪৪০ টাকা তুলে দেওয়া হতো পুরসভার তরফে। রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের একটি তহবিল থেকে কলকাতা পুরসভার জন্য এই অর্থ অনুমোদিত হতো।

প্রশাসনিক মহলের দাবি, বার্ষিক প্রায় ১০ হাজারের বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষজন এই টাকা হাতে পেতেন। যা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন প্রাপকরা। বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রাপকরা সরাসরি নিজেদের জনপ্রতিনিধির কাছে বিষয়টি তুলেছেন। মানুষের ক্ষোভ সামলাতে গিয়ে তিতিবিরক্ত তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা। তাঁদের অবশ্য দাবি, পুরসভা যেভাবে আর্থিক কষ্টে ভুগছে, তাতে এই প্রকল্প বন্ধ হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু, কোনওরকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই কেন বিপাকে ফেলা হল দুঃস্থ মানুষগুলিকে? প্রশ্ন ঘুরছে প্রশাসনের অন্দরেই। কলকাতা পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ইলোরা সাহা বলেন, 'উত্তর পেতেই প্রশ্ন তুলছিলাম। কিন্তু পুরসভার তরফ থেকে সঠিক উত্তর পাইনি।' এই প্রসঙ্গে এক ভুক্তভোগী বলেন, 'ওই টাকা দিয়ে আমাদের খুবই সুবিধা হতো। চার বছর হয়ে গেল টাকাটা পাচ্ছি না।' ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ যদিও বলছেন, '২ বছর ধরে জি আরটা বন্ধ আছে। তবে যা শুনেছি খুব শীঘ্রই এটা চালু করা হবে।' খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ কটাক্ষের সুরে জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর একদিনের সভা বাতিল হলেই এই মানুষগুলো টাকা পেতেন।' যদিও মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলছেন, 'জিআর টাকা এলেই তো আমরা সবাইকে দিয়ে দিই। কিন্তু এখন মানুষের খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না কারণ সব মহিলাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন।'

রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানাল প্যাটন গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতার সরকার ঘোষিত রাজ্য বাজেটে সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি সমস্যাকে একযোগে মোকাবেলা করার জন্য একাধিক কৌশল গ্রহণ করেছে। যেমন গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নত করা, নদীভাঙন রোধ করা এবং কৃষি সহায়তা বৃদ্ধিতে নজরকে স্বাগত জানিয়েছেন প্যাটন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় বুধিয়া। ৪.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ একটি গেম চেঞ্জার হবে এবং ধর্মীয় পর্যটন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক হবে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অধীনে আরও ৯৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য আরও ১৬ লক্ষ বাড়ি নির্মাণের ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে।

সম্পাদকীয়

অবৈধ খাজনা আদায়ের অধিকার অর্জন করতেই কি শাসকদলকে সমর্থন বেশ কিছু মানুষের

সম্প্রতি রাজ্য শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতির দায়ে একে একে জেলবন্দি হয়েছেন। প্রবাদ আছে, যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ। তাই 'শাসক' মাত্রেই 'দুর্নীতি' করবেন; এই ধারণা অধিকাংশ রাজ্যবাসীর মনে গেঁথে যাওয়ায় দীর্ঘ দিন ধরে এই সরকারের আমলে এত দুর্নীতিতেও নাগরিক সমাজে, এমনকি তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী' সমাজেও তেমন জোরালো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিন্তু আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের পরে প্রশাসনিক তৎপরতায় অপরাধের সমস্ত তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ফলে রাজ্য তথা দেশ জুড়ে নজিরবিহীন নাগরিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলায় এ রকম অরাজনৈতিক স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন কখনও দেখা যায়নি। কালের নিয়মে, আন্দোলন একটু কমে এলে প্রশাসন আবার 'স্বমূর্তি' ধারণ করে। ফলস্বরূপ, অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত তৎকালীন অধ্যক্ষকে 'বাঁচানো'র সব রকমের চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার অনুমতি না দেওয়ায় ওই মামলায় তিনি জামিনও পেয়ে যান। মানুষকে স্বাস্থ্য-সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব গণতান্ত্রিক সরকারের। কিন্তু তার বদলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক-সহ নানা অভাব, দালাল চক্র, ভেজাল ওষুধ নিয়ে ব্যবসা ইত্যাদি চলছেই, যা এক প্রকার সরকার-পোষিত ব্যবসা-তন্ত্র। প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ-নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের বকুনি দিচ্ছেন। সম্ভবত দুর্নীতি দমনে বকুনির অতিরিক্ত আর কিছু করতে তিনি নারাজ। তাই শাসক দলের সঙ্গে লতায়-পাতায় যোগ, এমন দুষ্কৃতীরাও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস বা ইচ্ছা পুলিশের নেই। দুর্নীতির লোম বাছতে বসলে তৃণমূলের কম্বলটি আর টিকত না। প্রসঙ্গত মনে হল, বিভিন্ন হাসপাতালে মৃতপ্রায় রোগীদের বাঁচাতে গেটের সামনে লাইন ধরে বসে থাকেন তাবিজ-বিক্রেতারা, যাঁদের দাবি, তাবিজ ধারণ নাকি সকল রোগের অব্যর্থ উপশম। এমনকি ওই সব তাবিজ পরলে নাকি সাপ, ভূত কেউই কাছে ঘেঁষতে পারে না। সেখানে মরণাপন্ন রোগীর পরিবারদের ভিড় জমে। ঠিক সেই রকম, অবৈধ খাজনা আদায়ের অধিকার অর্জন করতেই কি 'তৃণমূল-তাবিজ' ধারণ করছেন নেতা-মন্ত্রী-সান্ত্রি-পুলিশ'সহ রাজ্যের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ, যাতে শত অপরাধেও তাঁদের সাত খুন মাপ হয়ে যায়?

শব্দবাণ-১৯১

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ৪. কথ্যে হাড় ৫. পিতা ৭. চীনা ফলবিশেষ ৯. ধাক্কা ১১. গোল আকার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চন্দ্র ২. সৃষ্টি, উৎপত্তি ৩ .শিবের রুদ্ররূপ ৬. ভ্রমর ৮. অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ বা আন্দোলিত ১০.গুপ্ত, অপ্রকাশিত।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯০

পাশাপাশি: ১. উপপাতক ৩. আয়স ৫. বরজ ৭. পলক ৮. নকলি ১০. দিনকতক।

উপর-নীচ: ১. উপায় ২. তত্ত্বাবধান ৩. আলাপ ৪. সংকলন ৬. জংলি ৯. কটক।

জন্মদিন

আজকের দিন

মধুবালা

১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মধুবালার জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুষমা স্বরাজের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কৃশানু দের জন্মদিন।*

রাজ্যে আর্থিক জোয়ার আসা অতি আবশ্যক

শুভজিৎ বসাক

বিগত কয়েকবছর ধরেই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে চলেছে যার মূলে রাজ্যে মন্ত্রীদের দুর্নীতি ও তার জেরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি, চিকিৎসক মৃত্যু ও তার জেরে প্রতিবাদ, শাসক বিরোধী বাদানুবাদের জেরে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ, রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভুক কর্মীরা। এসব ডামাডোল সামলাতে গিয়ে রাজ্য বিশেষভাবে নজর দিতে অসমর্থ তার আয়ের উৎসে যারফলে আর্থিক স্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে শেষ সারিতে থাকা রাজ্যগুলির তালিকায়, জানিয়েছে নীতি আয়োগ।

প্রসঙ্গত, দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে ২০২২-২৩ সালে রাজকোষের স্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে মোট ১৮টি রাজ্যকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেখানে শেষ সারির রাজ্যগুলিকে নিজস্ব আয় খুবই কম হওয়ায় রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে দেনার বোঝা ক্রমশ বাড়ছে। তুলনায় সামনের সারিতে থাকা রাজ্যগুলি পরিকাঠামো তৈরিতে রাজ্যের জিডিপির প্রায় ৪ শতাংশ খরচ করছে, কর ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে আয় বৃদ্ধি করার ফলে উদ্বৃত্ত রাজস্ব থাকছে। রাজস্ব আয়ের সামান্য অংশ ঋণের সুদ মেটাতে খরচ হচ্ছে তাদের।

নীতি আয়োগ কমিটির প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের আয়ের মূল উৎস জিএসটিতে রাজ্যের ভাগ। গত পাঁচবছর ধরে তা বাড়লেও কর বাদে অন্য উৎস থেকে আয় পাঁচ বছর ধরে কমছে। এছাড়াও করোনা পর্ব থেকে সমাজের কিছু শ্রেণীর মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন পরিসরে চালু হওয়া অনুদানের উপরে নির্ভরশীলতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে আর এতে আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে রাজস্ব ঘাটতি ওঠানামা করছে। রাজকোষ ঘাটতি সামান্য কমলেও তা ৩ শতাংশের এর উপরে। রাজ্যের জিডিপির তুলনায় দেনার হার ২০১০-১১ সালে ছিল ৪০.৭ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ সালে কমে ৩৫.৭ শতাংশ হলেও ২০২০-২১ সালে তা বেড়ে ৪২.৬ শতাংশে চলে গিয়েছিল। ২০২২-২৩ সালে তা কিছুটা কমে ৩৮.২ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের ২০ শতাংশের বেশি অর্থ পুরানো ঋণ সুদ মেটাতে খরচ হয়ে যাচ্ছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের জন্য খরচে টান পড়ছে- এমনই পর্যবেক্ষণ নীতি আয়োগের।

এই খরচের সরাসরি প্রভাব পড়ছে রাজ্যের সামগ্রিক পরিষেবায় কারণ সরকার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রশাসনিক খাতে, বিভিন্ন দফতরের পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সহ নানা জনকল্যাণমূলক কাজে নিজস্ব আয়ের একটা অংশ ব্যয় করে যা রাজ্যের আয় সীমিত হয়ে পড়ায় সঙ্কুচিত হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যের মত মৌলিক অধিকারকে রাজ্যকে সুনিশ্চিত করতেই হবে সেক্ষেত্রে আপোষহীন থাকা প্রশাসনের কর্তব্য। একইসাথে দিন দিন প্রতিটি সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন পরিসরে নিযুক্ত সরকারী কর্মীদের মধ্যে ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কার জেরে তাদের মনসংযোগের ঘাটতির প্রভাব সরকারী কাজে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। খরচ এড়াতে বিভিন্ন দফতরে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ মোটেই তার সমাধান হতে পারে না কারণ স্থায়ী সরকারী কর্মীদের দক্ষতা ব্যতিরেকে রাজ্য প্রশাসনের চলাচল অনিশ্চিত সেক্ষেত্রে সরকারী কর্মীদের আয়কে বাজারদরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে চলা রাজ্যের দায়িত্ব। এককালীন রাজ্যকে সচল রাখতে দক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের দিকেও রাজ্য সরকারের নজরদান আবশ্যক। প্রয়োজন বিপুল আর্থিক পরিকাঠামো সংস্কারের যা বিগত কয়েকবছর ধরে নানা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন পরিসরে দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কালিমালিপ্ত করেছে যার জেরে বিনিয়োগ আশানুরূপ হয়নি এর বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোরতা অবলম্বন করতেই হবে। বিরোধীদেরও মসনদের কথা না ভেবে সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে দায়বদ্ধতা দেখাতে হবে, শুধুই দিশাহীন আন্দোলন করে রাজ্যকে গতিহীন করে রাখলে জনগণ তার অসুবিধা ভোগ করলে তার ফল তাদের অতীতের মতোই ভুগতে হবে। মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। তাই নীতি আয়োগের প্রকাশিত রিপোর্টকে সামনে রেখে আগামী দিনের রূপরেখা গঠিত হোক। রাজ্যে আসুক নতুন আর্থিক জোয়ার।

এআই ডাক্তার

অর্ক গোস্বামী

সাল দুহাজার 'এক্স' (যেমনটা বীজগণিতে অজ্ঞাত মানের ক্ষেত্রে ধরা হয়)। আপনি অসুখ নিয়ে এআই মেডিক্যাল ক্লিনিকে গিয়েছেন। আপনার বায়োমেট্রিক ডেটা থেকে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয়, বংশ পরিচয় এবং কী কী রোগের সম্ভাবনা আছে জেনে নিলো ডাক্তার এআই। শুধু কী তাই? এরপর সামান্যতম রক্ত, ঘাম, ইত্যাদি ইত্যাদি পরীক্ষা করে আপনার অসুখের মূল কারণ এবং সম্ভাব্য বিপদের বিশদ ময়নাতদন্ত করে ফেলবে ভার্চুয়াল ডাক্তারবাবু । যিনি ইতিমধ্যে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে আপনার সকল মেডিক্যাল হিস্ট্রি করায়ত্ত থুড়ি 'ডেটা' আয়ত্ত করে ফেলেছে।এত গেলো কেবল রোগীকেন্দ্রীক কেরামতি । এআই এর আসল ম্যজিক অন্যখানে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, জলবায়ু, খাদ্যাভ্যাস, দূষণের প্রভাব ইত্যাদি হাজারো প্যারামিটারকে মাথায় রেখে দ্রুত কাস্টামাইজড ওষুধ তৈরি কলাকৌশলও উদ্ভাবন করতে পারবে এই প্রযুক্তি । ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এআই এর সম্ভাব্য সুফলগুলি প্রমাণিত যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো রোগ নির্ধারণের সময় হ্রাস এবং রোগের নিয়মিত 'ট্র্যাকিং' যা একজন রোগীর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কীকী জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে ডাক্তারদের আগাম আভাস দিতে সক্ষম। তবে স্বাস্থ্যপরিসেবায় এআই-এর ব্যবহার সামগ্রিকভাবে বিতর্ক মুক্ত নয়। প্রথমতঃ ভালোমানের মেডিক্যল এআই পরিসেবা দিতে গেলে বিপুল সংখ্যক রোগীর স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য এআই সিস্টেমে 'ডিজিটালি ফিড' করাতে হবে। এখানে মানবাধিকার সংস্থা সহ বহু সাধারণ মানুষের আপত্তি থাকতে পারে কারণ এইজাতীয় তথ্যগুলি অত্যন্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু মনে রাখতে হবে বৃহত্তর স্বার্থে এই বিষয়টি উপেক্ষা করা যেতে পারে কারণ ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষিত ভাবে জমা রাখার উপযুক্ত পরিকাঠামো এখন কম বেশি সব দেশেই উপস্থিত।খেয়াল রাখতে হবে যত বেশি বৈচিত্যের তথ্য এআই সিস্টেম কা 'ফিড' করানো যাবে তত বেশি রোগনির্ণয় সহজ হবে যার সোজাসুজি ফল হবে উল্লেখযোগ্য হারে সময়ে রোগ নির্ণয় এবং রোগীর অকাল মৃত্যুহ্রাস। দ্বিতীয় সমস্যাটি হল এআই সিস্টেমটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রন করা। বিশেষত বিভিন্ন দেশের জাতীয় এআই নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে দ্রুত এআই উদ্ভাবনগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে যায় এবং রোগীর স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া নিয়মিত এআই সিস্টেমের 'প্রাণ' অ্যালগরিদমের উপর নজর রাখতে হবে যাতে পরিসেবার সুরক্ষা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে। এক্ষেত্রে সকল দেশকে এক সাথে জোট বদ্ধ হয়ে বিশ্বব্যপী 'সিঙ্গল বাট ডায়নামিক' নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে সব দেশেই স্বাস্থ্যপরিসেবার ন্যূনতম মান বজায় থাকে। সবশেষে আরো একটি সমস্য মাথাচাড়া দেবে - স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বৃদ্ধি সত্বে ব্যপকহারে কর্মসংস্থানের অভাব এবং কাজ থেকে ছাটাই। সম্ভাব্য হিসেব বলছে ২০৩০ সালের মধ্যে গোটা বিশ্বে সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে ১ কোটি স্বাস্থকর্মীর বেকারত্বের জীবন যাপন করবে। পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে বর্তমানে বাজেটের প্রায় তিরিশ শতাংশ সাশ্রয় হবে। এক্ষেত্রে পরিসেবা প্রদানকারীসংস্থা তথা সরকারী দপ্তরগুলির নীতিনির্ধারকদের একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে — সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা যেন সন্তোষজনক হয়। বর্তমানে সশরীরে উপস্থিত ডাক্তারের সাথে রোগীর যে ইন্টারপার্সোনাল সম্পর্ক গড়ে উঠে, রোগ নিরাময়ে বিশেষত মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে, তা অনস্বীকার্য। এআই ডাক্তার সেই মানের 'এমপ্যাথী' দেখাতে পারবে কিনা তা এখনো সংশয়মুক্ত নয়। পরিশেষে বলা যায় এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর স্বাস্থ্যপরিসেবার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও বেসরকারী কোম্পানী গুলির গুরুত্বও অনস্বীকার্য। বেশ কিছু বিমা কোম্পানী ইতিমধ্যে 'জেনুইন কেসে' পরিসেবা নাকচ করার মতো ভুল করেছে, ভুল হয়েছে এআই এর অ্যালগরিদমে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে এআই পরিসেবার গুণগতমান এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। যেকোন নতুন উদ্ভাবনের মতো কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর স্বাস্থ্যপরিসেবাও ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে এই প্রযুক্তির ভালো দিআ এতটাই যার জন্য বিপুল খরচ এবং হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে পিছপা হওয়ার উপযুক্ত কারণ নেই।

ভ্যালেন্টাইন

সিদ্ধার্থ সিংহ

যিনি নিজের জায়গায় ঠিক থাকবেন
মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচে থাকবেন।

প্রাচীন রোমে জুনো পুজোর জন্য
চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি ছুটি থাকত।
জুনো শুধু ওখানকার দেব-দেবীদের রানিই ছিলেন না
ছিলেন বিবাহেরও দেবী।
সেই পুজো উপলক্ষে বেশ কয়েক দিন ধরে চলত
লিউপারকেলিয়া উৎসব।

এই উৎসবটা ছিল ভারি মজার।
এলাকার অবিবাহিতা তরুণীরা নিজেদের নাম একটা চিরকুটে লিখে
গির্জার সামনে রাখা নির্দিষ্ট কাচের জারে ফেলে দিতেন
আর অবিবাহিত পুরুষেরা
সেখান থেকে যে যাঁর মতো একটা চিরকুট তুলে নিতেন।
যাঁর চিরকুটে যে মহিলার নাম লেখা থাকত
তিনি তাঁকে নিয়েই উৎসবের ওই ক'টা দিন মেতে থাকতেন।
উৎসবের শেষে যদি উভয়েরই উভয়কে ভাল লেগে যেত
তা হলে তাঁরা বিয়ে করে নিতেন।

কিন্তু সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে
শুরু হল ভীষণ যুদ্ধ
হাত ছাড়া হয়ে গেল বহু রাজ্য।
সম্রাট দেখলেন, ওগুলো ফেরাতে গেলে আরও সৈন্যর দরকার
কিন্তু অবাক কাণ্ড, রাজ্যের কোনও যুবকই যুদ্ধে যেতে রাজি নয়।

কিন্তু কেন? কে যেন তখন বললেন —
প্রেম-ভালবাসা, ঘর-সংসার
আর ছেলেমেয়েদের মায়াই
একটা পুরুষকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে।
তাই বিশাল বাহিনী গড়ে তোলার জন্য
তিনি সে দিনই আইন জারি করলেন —
কেউ আর বিয়ে করতে পারবে না।
বিয়ে করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
যারা এই আদেশ অমান্য করবে, তাদের শিরচ্ছেদ করা হবে।
কিন্তু আইন করে তো সব কিছু বন্ধ করা যায় না,
ফলে লুকিয়ে-চুরিয়ে, চুপিসারে প্রণয়পর্ব চলতেই লাগল।

এই সময় রোমে এক যাজক ছিলেন।
তাঁর নাম — ভ্যালেন্টাইন।
তিনি এই তরুণ-তরুণীদের কাছে ত্রাতার মতো আবির্ভূত হলেন।
তাঁর গির্জাতেই নিশুতি রাতে
মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয়
একের পর এক বিবাহ হতে লাগল।

বেশি সময় লাগল না
গুপ্তচরের মারফত সেই খবর পৌঁছে গেল সম্রাটের কাছে।
এক গভীর রাতে ভ্যালেন্টাইন যখন কয়েকটা জুটির একসঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন
ঠিক তখনই, সেখানে আচমকা হানা দিল সম্রাটের অনুচরেরা।
বিয়ের জন্য হাজির হওয়া বর-কনেরা পালিয়ে বাঁচলেন ঠিকই
কিন্তু ফৌজের হাতে ধরা পড়ে গেলেন ভ্যালেন্টাইন।
দুশো ঊনসত্তর খ্রিস্টাব্দের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি
বিবাহের দেবী জুনো পুজোর দিন
তাঁর শিরচ্ছেদ করা হল।

বন্দি থাকার সময় কারা-অধিকর্তার একমাত্র মেয়ের
প্রেমে পড়ে যান তিনি।
মৃত্যুর আগে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরোয়
তিনি তাঁকে লিখেছিলেন,
রাজা ক্লডিয়াস কোনও দিনই ভালবাসার গতি
রোধ করতে পারবেন না।
এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রেমিক-প্রেমিকারাই জয়ী হবে।

তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি।
যিনি নিজের জায়গায় ঠিক থাকবেন
মৃত্যুর পরেও তিনি ঠিক বেঁচে থাকবেন।
ভ্যালেন্টাইন আজও বেঁচে আছেন।
যত দিন এই পৃথিবীতে প্রেম থাকবে
যত দিন কুঁড়ি তার পাপড়ি মেলবে
যত দিন নদীতে বইবে তিরতিরে ঢেউ
তত দিন, তত দিন তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মধ্যে
আমাদের মনের গভীরে।

চাঁচলে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা তদারকিতে জেলাশাসক

শোকজ চাঁচল মহকুমা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক, শিল সারের দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকি চালালেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। আর সেই সময় চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে দোতলায় মহকুমা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকের অফিসে হঠাৎ করে চলে যান জেলাশাসক। সেখানেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিককে দেখতে না পেয়ে রেগেও চটে যান জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এরপরই চাঁচল মহকুমা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক রাহুল মণ্ডলকে শোকজ করেন জেলাশাসক। শোকজের সঠিক জবাব না মিললে সাসপেন্ড করার কথাও জানিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। পাশাপাশি এদিন চাঁচল ১ ব্লকের বারোগাছিয়া এলাকায় একটি সারের দোকানে অভিযান চালায় জেলাশাসক। সেই দোকানে সার বিক্রিতে অনিয়ম হাতেনাতে ধরে ফেলেন জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এরপরই ওই দোকানটি সিল করে দেওয়ার নির্দেশ দেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা থেকে দিনভর চাঁচল শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা সহ বিভিন্ন বিষয়গুলির খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। এই হাসপাতালের ভিতরে দোতলায় রয়েছে মহকুমা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকের অফিস। সেখানে গিয়ে জেলাশাসক দেখতে পান, দপ্তরে আসেননি মহকুমা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক রাহুল মণ্ডল। তারপরেই শোকজ করা হয় তাঁকে। এদিন দুপুরে চাঁচল ১ ব্লক প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বারোগাছিয়া এলাকায় একটি সারের দোকানে অভিযান চালাতে গিয়ে বেশ কিছু বেনিয়ম দেখতে পান জেলাশাসক। পাশাপাশি সরকারি কাগজপত্র ছাড়া বেশ কিছু কীটনাশক মজুত রয়েছে ওই দোকানে। এরপরই জেলাশাসক ব্লক প্রশাসন ও ব্লক কৃষি আধিকারিককে ওই দোকানটি শিল করার নির্দেশ দেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন চাঁচল মহকুমা শাসক শৌভিক মুখার্জি, চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা, চাঁচল ১ ব্লকের বিডিও থিনলে ফুন্টসক ভুটিয়া সহ অন্যান্যরা। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে এসএনসিইউতে ১০ ও সিসিইউতে ৪ টি বেড বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এদিন হাসপাতালের দোতলায় থাকা মহকুমা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরে তালা কেন মারা ছিল সে ব্যাপারেও শোকজ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিককে। সমস্ত রকমভাবে এই মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সরকারি সার্বিক পরিষেবা ব্যবস্থাগুলিও তদারকি করে দেখা হয়েছে।

এসবিআই এসবিআই হোম লোন সেন্টার, কল্যাণী (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫, ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No.-11051595075 (HTL), A/c No- 30140374029 (Additional House Loan)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, কল্যাণী শাখা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.১১.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা - শ্রী প্রসূন কুমার রায় পিতা প্রয়াত চারু চন্দ্র রায় এবং শ্রীমতি রঞ্জনা রায় স্বামী শ্রী প্রসূন কুমার রায়, জামিনদাতা শ্রী পার্থ সারথী রায় পিতা প্রয়াত চারু চন্দ্র রায়, ১৯/২, জান মহম্মদ ঘাট রোড, পো এবং থানা : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পিন ৭৪৩১৬৫, নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ ৬,০৭,৫৯২.৮৬ টাকা অ্যাকাউন্ট নং ১১০৫১৫৯৫০৭৫ এবং ১,৫০,৯৫৭ টাকা , অ্যাকাউন্ট নং ৩০১৪০৩৭৪০২৯ মোট পরিমাণ ৭,৫৮,৫৪৯.৮৬ (সাত লাখ আটান্ন হাজার উনপঞ্চাশ টাকা ছিয়াশি পয়সা) টাকা ১৫.১২.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পুঞ্জিভূত সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত উশুলের জন্য ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী শাখা ৬,০৭,৫৯২.৮৬ টাকা অ্যাকাউন্ট নং ১১০৫১৫৯৫০৭৫ এবং ১,৫০,৯৫৭ টাকা , অ্যাকাউন্ট নং ৩০১৪০৩৭৪০২৯ মোট পরিমাণ ৭,৫৮,৫৪৯.৮৬ (সাত লাখ আটান্ন হাজার উনপঞ্চাশ টাকা ছিয়াশি পয়সা) টাকা ১৫.১২.২০২৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ০১ কাঠা ১০ ছটাক ৩৫ বর্গফুট অবস্থিত জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা : নৈহাটি, নৈহাটি পুরসভা অধীন,ওয়ার্ড নং ০৪,হোল্ডিং নং ১৯/২, জান মহম্মদ ঘাট রোড,মৌজা : কাঠালপাড়া, আরএস খতিয়ান নং ৯২৮, আরএস দাগ নং ১৮৫ এবং ১৮৩, এলআর দাগ নং ৫২৮ এবং ৫২৭, এসআর খতিয়ান নং ৫৫১৯, ৫৫২০ এবং ৫৫২১, এডিএসআর অফিস -নৈহাটি, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬২, পৃষ্ঠা ২৭৯ থেকে ২৯২, দলিল নং ০২৪৬৮ -২০০৫ সালের। **সম্পত্তি শ্রী প্রসূন কুমার রায় এর নামে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে : গৌরাঙ্গ সাহার ভবন ; **দক্ষিণে :** শ্রী অসীম কুমার গোস্বামীর ভবন ; **পূর্বে :** নরেশ চন্দ্র সাহার ভবন; **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া প্রাইভেট রোড।

তারিখ - ১২.০২.২০২৫
স্থান - কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, পিন - ৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **২৫.০৭.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা - শ্রী মহেন্দর রাউত, শ্রীমতী গীতা রাউত** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪,০৩,০৪৪.০০ টাকা** (চার লাখ তিন হাজার চুয়াল্লিশ টাকা) ০৭.১১.২০২৪ অনুযায়ী উল্লিখিত সুদ সহ বকেয়া।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১.০২.২০২৫** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ধাদকা শাখা ৪,০৩,০৪৪.০০ টাকা** (চার লাখ তিন হাজার চুয়াল্লিশ টাকা) ০৭.১১.২০২৪ অনুযায়ী উল্লিখিত সুদ সহ বকেয়া।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : জমি এবং বসবাসের ভবন আরএস প্লট নং ৯৭৫, ৯৭৯, আরএস খতিয়ান নং ১৩৮, জেএল নং ২৭, মৌজা : দক্ষিণ ধাদকা, ওয়ার্ড নং ২৪, হোল্ডিং নং ৬৩৪, আসানসোল পুরসভা অধীন, দান দলিল নং ৫৮০৩/১৯৭৯ এবং পার্টিশন দলিল নং ৩১৬২/২০১৩। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : বীরেণ রাউত এর সম্পত্তি; পূর্বে : ব্রহ্মদেও যাদবের সম্পত্তি; পশ্চিমে : ঝাপসি মহাব এর সম্পত্তি।

তারিখ - ১১.০২.২০২৫
স্থান - আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ
১. মেসার্স প্রসাদ সন্স, ২৬৮/২/এ, জি টি রোড, লিলুয়া, থানা : লিলুয়া, সোহনলাল দেওরালিয়া গার্লস স্কুল, লিলুয়া, বালি, এর নিকট, হাওড়া পিন ৭১১২০৪। **২. শ্রী তারকেশ্বর প্রসাদ (স্বত্বা.)** পিতা বালেশ্বর প্রসাদ, ৪৭/২০, গঙ্গা কান্ত ভাদুড়ী স্ট্রিট, বালি, হাওড়া , পিন -৭১১২০১। **৩. শ্রী বরুণ কুমার,** পিতা তারকেশ্বর প্রসাদ শাহ, দেব অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২০৪, ৩৯, অভয় গুহ রোড, সোহনলাল দেওরালিয়া গার্লস স্কুলের নিকট, লিলুয়া, বালি, হাওড়া, পিন : ৭১১২০৪।	ক) **১১,১৫,৯৯৭ টাকা** লোন এ/সি নং *********** ৭১৪৭, ১৯.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) **৫,৬৫,৭৬৬ টাকা** লোন এ/সি নং *********** ২২৯২, ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) **২৭.১১.২০২৪** গ) **১০.০২.২০২৫**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (জামিনদত্ত সম্পদ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৭ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত ২০ বছরের পুরানো দোতলা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট প্রতি তলে মৌজা : বালি, জেএলনং ১৪, আরএস খতিয়ান নং ২১৮৩, আরএস দাগ নং ১৫৬৭৮, হোল্ডিং নং ৪৭/২০, গঙ্গা কান্ত ভাদুড়ী স্ট্রিট, থানা : বালি, ওয়ার্ড নং ৫৭, স্থানীয় হাওড়া পৌর নিগম অধীন, জেলা : হাওড়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি : উত্তরে : বিজয় শেঠ এর সম্পত্তি/ দক্ষিণে : ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ , গঙ্গা কান্ত ভাদুড়ী স্ট্রিট/ পূর্বে : : দেবাশিস ভাদুড়ীর সম্পত্তি/ পশ্চিমে : ৯ ফুট সাধারণ চলার পথ চওড়া গঙ্গা কান্ত ভাদুড়ী স্ট্রিট।

তারিখ : ১৪.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) **(১) ঘোষ কেবিন** ১১, পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র রোড, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩৭, **(২) শ্রী শেখর ঘোষ (৩) শ্রী অনুপ কুমার ঘোষ (৪) শ্রী সৌরভ ঘোষ এবং (৫) শ্রী ভানু ঘোষ** ৩৭ডি/১জি, আরএম রোড বেলগাছিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩৭ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিল নিম্নে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ৪৬,৪৮,৫২৯ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ উনত্রিশ টাকা)** ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ৪৬,৪৮,৫২৯ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ উনত্রিশ টাকা) ০৫.১১.২০২৪** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান নং ১, পরিমাণ আনুমানিক ৭০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) (আনুমানিক), একতলায় সংশ্লিষ্ট ভবন নাম মোহনা অ্যাপার্টমেন্ট, এবং নির্মিত প্লট বা জমি পরিমাণ আনুমানিক ৮০৩.৫ বর্গফুট, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৬৭/১এ, বি টি রোড (দলিল অনুযায়ী) এবং ৬৭/১এ, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (কর নথি অনুযায়ী) থানা : টালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫ অধীন, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২০। ভবন/ প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : অ্যাকোলি ভবন
পশ্চিমে : বি টি রোড
উত্তরে : রাজা মণীন্দ্র রোড
দক্ষিণে : ৬৭/১এফ, বি টি রোড।

তারিখ : ১২.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রীমতি ঝুমা দাস, ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা :** ক) ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩য়তল, মহামায়া অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১০৮, শীতলা তলা লেন, ওয়ার্ড নং ৫, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা, পো হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি ৭১২২৩৩। আরও ঠিকানা : খ) ২১৮, দেবাই পুকুর রোড, উত্তরপাড়া, কোতরং, হিন্দমোটর, হুগলি ৭১২২৩৩। **শাখা : কোন্নগর।**	০৬.১১.২০২৪ এবং ১২.০২.২০২৫	**১৫,০৬,৪০৯.০০ টাকা** (পনের লাখ ছয় হাজার চারশ নয় টাকা) **০৬.১১.২০২৪** অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ **০৭.১১.২০২৪** থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১ পরিমাণ আনুমানিক ৭৮৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৩য় তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে ভবনের নাম মহামায়া অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত বাস্তু জমি এরিয়া ৬ কাঠা ৪ ছটাক অবস্থিত মৌজা : কোতরং, জেএল নং ৮, আরএস দাগ নং ১৩৬৮, আরএস খতিয়ান নং ১১৭০/১, এলআর দাগ নং ৩১৬৮, এলআর খতিয়ান নং ৭৯০২, পুরসভা হোল্ডিং নং ১০৮, শীতলা তলা লেন,ওয়ার্ড নং ৫, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন,পো হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৩৩। **চৌহদ্দি : ফ্ল্যাট নং ২০১ : (স্বত্ব দলিল নং ০৬২১০২৪৪০/২০১৯ অনুযায়ী) :** পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ২০২; পশ্চিমে : সকলের ব্যবহারের ফাঁকা জায়গা; উত্তরে : সকলের ব্যবহারের ফাঁকা জায়গা এবং পুরসভা সড়ক; দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং লবি।

তারিখ- ১২.০২.২০২৫, স্থান- কোন্নগর

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিআই স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৩.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩,৫৫,১৫,৮০২.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ, এনপিএ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি. রেজি. অফিস - ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ - জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **আইনি উত্তরাধিকারীগণ - ১) খালিকোয়া এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদীহা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, উস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ-র মা, **ঠিকানা** - মৌলানাগোদা, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝর, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা - তানবীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩, মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

ক্রম নং	(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১.	বসবাসের ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা : গোবরা,৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন,ওয়ার্ড নং ৫৯-কেএমসি অধীন, থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬ (মেট্রো), ২ কাঠা ২ ছটাক ২১ বর্গফুট।	ক) ১,৭৬,২৭,০০০.০০ টাকা খ) ১৭,৬২,৭০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা
২.	বসবাসের ফ্ল্যাট : একতলা ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো), : ১০২০ বর্গফুট, ক্রিসেন্ট এক্সপোর্ট কোম্পানী অধীন, স্বত্ব দলিল নং ১-০৪৭৭, রেজিস্ট্রিকৃত ০৪ মার্চ -০৪ তারিখে,জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১৮,৬৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৬,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৩.	বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য়তল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬ : ১২০০ বর্গফুট খালিদ এবাদুল্লাহ এর স্বত্বাধীনে (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত ১৩ নভেম্বর ০৬ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।	ক) ২২,৯০,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৯,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৪.	বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থতল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬ (মেট্রো), : ৬০০ বর্গফুট খালিদ এবাদুল্লাহ এর স্বত্বাধীনে (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৪৯, রেজিস্ট্রিকৃত ১৭ নভেম্বর -০৬ তারিখে, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।	ক) ১১,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৪,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.০২.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১৪.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রাজ্য বাজেট সমালোচনায় বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তৃণমূল সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটের বিষয়ে সমালোচনা করেছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে, এই বাজেটকে জনমুখী বাজেট বলে মনে করছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃতীয় তৃণমূল সরকার শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছে। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে এই বাজেটে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনমুখী প্রকল্পের দিকে। যদিও এই বাজেটের সমালোচনা করেছে বিরোধীরা। অন্যদিকে, বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, 'সমস্ত বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই এই বাজেট করা হয়েছে। কর্মসংস্থান তথা গ্রামীণ উন্নয়নের আভাস রয়েছে এই বাজেটে। কেন্দ্রীয় বাজেট যেখানে দিশাহীন ছিল, সেখানে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও এই বাজেট অনেক নতুন নতুন দিশা দেখিয়েছে।' এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেন তিনি সেটা করে দেখান। তিনি বলেছিলেন কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনা টাকা না দিলে রাজ্য সরকার দেবে এবং তিনি সেটা করে দেখিয়েছেন। বাজেটে গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি আবাস যোজনা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।' অন্যদিকে, এই বাজেট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, এই বাজেট সম্পূর্ণ ভাওতা এবং মিথ্যে কিছু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে চার পার্সেন্ট দিয়ে নয়, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া হবে।'

দুর্ঘটনায় আহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুড়া: ঝাড়খণ্ডের বোকারো থেকে বাঁকুড়া যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উলটে গিয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে ছোট চারচাকা গাড়ি। পুরুলিয়া বাঁকুড়া-জাতীয় সড়কের ওপর মধুবন সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছে গাড়িতে থাকা পাঁচজন। এদের মধ্যে চালক নরেশ সরেনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। জখমদের স্থানীয়দের তৎপরতায় হুড়া থানার পুলিশ উদ্ধার করে হুড়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বোকারোর বাদিন্দা নরেশ সরেনকে পুরুলিয়া দেবেন মাহাত গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজের স্থানান্তরিত করা হয়।

এসবিআই, আরএসিপিসি চুঁচুড়া ৬৪১৫৩
'রহরা প্লাজা' ২য় তল মিউনিসিপাল বাস স্ট্যান্ড, জে সি ঘোষ সরণি
চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি - ৭১২১০১, পব, ই-মেল আইডি - sbi.64153@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
	শ্রী সুরজিৎ বোস পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ ভূষণ বোস **শ্রীমতি মধুমিতা দাস ওরফে মধুমিতা বোস স্বামী সুরজিৎ বোস, ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থতল, **জাহ্নবী অ্যাপার্টমেন্ট,** হোল্ডিং নং ১৯/৪, ডা. পি টি লাহা স্ট্রিট, পো এবং থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৮। **অন্যান্য ঠিকানা :** ২৪/১, পদ্ম কুমার রায়চৌধুরী লেন, ল্যান্ড মার্ক : বোটানিক্যাল গার্ডেন, জেলা : হাওড়া ৭১১১০৩। **আরও ঠিকানা :** ২৯/এ, এন কে ব্যানার্জি স্ট্রিট, পো এবং থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি ৭১২২৪৮। **শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া, লোন অ্যাকাউন্ট : এ/সি : নং : ৩৯৯০১৪০৫২৬৮ (এইচবিএল) এ/সি নং : ৩৯৯০১৩৫৯৯৪৫ (সুরক্ষা)।**	তপশিল সি অংশ -১, পরিবর্তনের ধরন: ব্যবসায় মজুতের দায়বদ্ধতা। অংশ ২। স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ টাইলস মেঝে স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট লিফট সহ, দলিল নং ৩০২ , ৪র্থতলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, বহুতল জাহ্নবী অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে, ফ্ল্যাটের পরিমাণ ১৭৯৪ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ১৪৩৫ বর্গফুট এবং ৩৫৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ৬০৭৬ এবং ১৫৫৫৩,এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৮, এলআর দাগ নং ১৫৫৫৪ এবং ১৫৫৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৭১৯, ১৪১৪০ এবং ৯০৩৩, রিষড়া পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ১৯/৪, ডা. পি টি লাহা স্ট্রিট, পো এবং থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, দলিল নং ০৬০২০৪৯২২, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০২-২০২২, পৃষ্ঠা ১৩২২২২ থেকে ১৩২২৫৭-২০২২ সালের। ডিএসআর - ২ হুগলি। **সম্পত্তি শ্রী সুরজিৎ বোস পিতা প্রয়াত কৃষ্ণ ভূষণ বোস এবং শ্রীমতি মধুমিতা দাস ওরফে মধুমিতা বোস , স্বামী সুরজিৎ বোস এর নামে। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** লিফট এবং সিঁড়ি; **দক্ষিণে :** অ্যাপার্টমেন্টের সকলের ব্যবহারের জায়গা; **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ৩০১; **পশ্চিমে :** অ্যাপার্টমেন্টের সকলের ব্যবহারের জায়গা।	**১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৭.০২.২০২৫ এনপিএ তারিখ ০৫.০২.২০২৫**	**হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন : এ/সি নং ৩৯৯০১৪০৫২৬৮ এবং ৩৯৯০১৩৫৯৯৪৫ (সুরক্ষা) ৪২,২৩,২০৬.০০ (এইচবিএল) টাকা, এবং ১,০১,৪৭০.০০টাকা (সুরক্ষা) মোট বকেয়া পরিমাণ ৪৩,২৪,৬৭৬.০০ টাকা** (তেতাল্লিশ লাখ চব্বিশ হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর টাকা) টাকা০৬.০২.২০২৫ অনুযায়ী আপনারা উপরন্তু ০৭.০২.২০২৫ তারিখ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৪.০২.২০২৫
স্থান - চুঁচুড়া, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পো. কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৭.০৩.২০২৫ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১১,৫১,১৬৪.০০ টাকা (এগার লাখ একান্ন হাজার একশ চৌষট্টি টাকা)** (বিবি + এমওআই = ৭,৭৮,৭২৩.৮৬ টাকা + ৩,৭২,৪৪০.১৪ টাকা) **১২.০২.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : তাপস রঞ্জন ব্যানার্জি,** পিতা দেবেশ রঞ্জন ব্যানার্জি, বি-৫/৫৮, পো. কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫ **আরও ঠিকানা** - স্নেহা আবাসন ফ্ল্যাট নং ডি-০১, ২য় তল, হোল্ডিং নং ১৪২/এ ওয়ার্ড নং ০২, রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কল্যাণসংঘ, বাগমোড়, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর পুরসভা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : তাপস রঞ্জন ব্যানার্জি,** পিতা দেবেশ রঞ্জন ব্যানার্জি, বি-৫/৫৮, পো : কল্যাণী, পিন : ৭৪১২৩৫। **আরও ঠিকানা :** স্নেহ আবাসন, ফ্ল্যাট নং ডি-০১, দোতলা, হোল্ডিং নং ১৪২/এ, ওয়ার্ড নং ০২, রানি রাসমণি ঘাট রোড, কল্যাণসংঘ, বাগমোড়, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর পুরসভা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **২. জামিনদাতা : মল্লিকা রায় ব্যানার্জি,** স্বামী তাপস রঞ্জন ব্যানার্জি, বি-৫/৫৮, পো : কল্যাণী, পিন : ৭৪১২৩৫। **আরও ঠিকানা :** স্নেহ আবাসন, ফ্ল্যাট নং ডি-০১, দোতলা, হোল্ডিং নং ১৪২/এ, ওয়ার্ড নং ০২, রানি রাসমণি ঘাট রোড, কল্যাণসংঘ, বাগমোড়, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর পুরসভা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **খ) কল্যাণী ইন্ডিস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি-১, ২য়তল, পরিমাণ ৮৭০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)অবস্থিত মৌজা : হালিশহর, জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, তৌজি নং ২২৫ (উ), ওবি/১, আরএস দাগ নং ৪২ এবং ৪৩, এলআর দাগ নং ১৫৮ এবং ১৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৩১৩২, ৩২১৪, নিউ এলআর খতিয়ান নং ১৩৮২৭ এবং ১৩৮২৮, হোল্ডিং নং ১৪২/ এ, রানি রাসমণি ঘাট রোড, কল্যাণসংঘ, বাগমোড়, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর পুরসভা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, (ঠিকানা): বিক্রয় দলিল নং ১০৩৬ -২০১৪ সালের তারিখ ১০.০২.২০১৪ , নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা ৪৪৮২ থেকে ৪৪৯৯, এডিএসআর-নৈহাটি , **সম্পত্তি তাপস রঞ্জন ব্যানার্জির নামে। চৌহদি :** উত্তরে : নন্দিতা দাসের জমি; দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং সি-১; পূর্বে : দিপালী বিশ্বাসের জমি ; পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং বি-১।	**১১,৫১,১৬৪.০০ টাকা (এগার লাখ একান্ন হাজার একশ চৌষট্টি টাকা)** (বিবি + এমওআই = ৭,৭৮,৭২৩.৮৬ টাকা + ৩,৭২,৪৪০.১৪ টাকা) **১২.০২.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	ক) **১৬,৫৩,০০০.০০ টাকা (*)** (যোলো লাখ তিপান্ন হাজার টাকা) খ) **১,৬৫,৩০০.০০ টাকা** (এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30054997315** ঙ) **ব্যাঙ্কর জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ১২.০২.২০২৫/স্থান - কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও অবাধে বালি পাচার! বাজেয়াপ্ত পাঁচটি লরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হঠাৎ অভিযান চালিয়ে পাঁচটি ওভারলোড বালির গাড়ি বাজেয়াপ্ত করল অণ্ডাল থানার পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে মদনপুরের বাবুইসোল পলাশবন রাস্তা থেকে গাড়িগুলিকে আটক করা হয় বলে জানা যায়। ইতিমধ্যেই বালি পাচার নিয়ে ক্ষুব্ধ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কিছুদিন আগে এই নিয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন এক প্রশাসনিক বৈঠকে। পাচার বন্ধ করতে পুলিশ, ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর বেআইনি বালি উত্তোলন ও পাচার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হলেও বেআইনি ভাবে পাচার চলছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। সূত্র মারফত এ রকমই অভিযোগ পেয়ে বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালায় অণ্ডাল থানার পুলিশ। মদনপুর পঞ্চায়েতের বাবুইসোল পলাশবন রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ টন বালি সহ পাঁচটি ওভারলোড বালি বোঝাই ডাম্পার আটক করে পুলিশ। আটক করে ডাম্পারগুলি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বালি সহ আটক ডাম্পারগুলি বৃহস্পতিবার ভূমি রাজস্ব দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে থানা সূত্রে খবর। দামোদরের কোন ঘাট থেকে এই বালি উত্তোলন করে কোথায় পাচার করা হচ্ছিল জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বরাদ্দ নিয়ে বিজেপির পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রাজ্য সরকারের বাজেট অধিবেশনে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের পর বিজেপির পক্ষ থেকে কটাক্ষ করে ঘাটাল শহর জুড়ে পোস্টার দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পোস্টারিং করতে দেখা গেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। পোস্টারে লেখা রয়েছে 'বরাদ্দ হল ৫০০ কোটি ভাইরা হবে কোটিপতি', '২৬ এর ভোটের চমক', 'ভাইপো বলেছিলেন ১৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে, কিন্তু বরাদ্দ হল ৫০০ কোটি, কিন্তু মাস্টার প্ল্যানের জন্য টাকা লাগবে পাঁচ হাজার কোটি টাকা'। বিজেপির এই পোস্টারিংকে কেন্দ্র করে ঘাটালে শুরু রাজনৈতিক তরজা। নির্বাচনের সময় ঘাটালের সাংসদ দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের। একই সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঘাটালবাসীকে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেইমতো রাজ্য বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ঘাটালের সাংসদ দেব। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য রাজ্য বাজেটে টাকা বরাদ্দ হলেও প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এখনো পর্যন্ত এক ডেসিমেল জায়গাও রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, যেখানে কোনও জমিই অধিগ্রহণ হয়নি সেখানে বাজেটে বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা খাতায়-কলমেই থাকবে।

ফর্ম জি (সম্প্রসারিত)

লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড-কলকাতায় শেয়ার লেনদেনে নিযুক্ত -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	সিন সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U74140WB2010PTC151309
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রুম নং ৮০৩বি, শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, জে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	সিডি-র ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	গত আর্থিক বর্ষে কোনও বিক্রি নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	**বিগত দুই বছরের শেষ প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন (শিডিউল সহ) :** পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : linkpointadvisorycirp@gmail.com বিনিয়োগকারীগণের তালিকা পাওয়া যাবে আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট থেকে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : linkpointadvisorycirp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১ মার্চ ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১১ মার্চ ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬ মার্চ ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০ মার্চ ২০২৫
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট	২৫ মার্চ ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৫ এপ্রিল ২০২৫
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	linkpointadvisorycirp@gmail.com

স্বা/-
বিষ্ণু কুমার তুলসিয়ান
প্রস্তাব পেশাদার
লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01428/2019-20/12525
ঠিকানা : পি-২, নিউ সিআইটি রোড ইউনিট নং ২১০, কলকাতা - ৭০০০৭৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০২.২০২৫

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩ ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার জন্য অবহিতকরণ

প্রিয় সদস্যগণ,

১. সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা ("ইজিএম") বুধবার **১২ মার্চ ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০টায়** ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে এবং এর অধীন প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধিগুলির, সহ পঠিত জেনারেল সার্কুলারস তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলারস' হিসাবে পরিচিত) জারি করা এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") সহ পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩-এর সম্মতিতে সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত। সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং যোগদান করতে পারবেন, সভার নোটিসে কোম্পানির দ্বারা সরবরাহ করা হবে তার বিশদ বিবরণ। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে সভায় অংশ নেওয়া সদস্যদের ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের গণনা করার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

২. আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন সম্বলিত কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, কেবলমাত্র সেই সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেল ঠিকানা সংস্থায় নিবন্ধিত রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে। পূর্বোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.simplexinfra.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com** এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট **www.evotingnsdl.com** তেও উপলব্ধ থাকবে।

৩. ফিজিক্যাল মোডে অংশীদারদের যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করেনি তাদের নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যানকৃত অনুলিপিগুলি ইমেল মাধ্যমে প্রেরণ করে নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে **secretarial.legal@simplexinfra.com** -তে ইজিএম নোটিশ গ্রহণ করতে ইলেকট্রনিকভাবে এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে
   ১. নাম, ঠিকানা উল্লেখ স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র, ফোলিও নং, মোবাইল নম্বর এবং সদস্যের ইমেল-আইডি;
   ২. শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে) এবং প্যানকার্ডের স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি;
   ৩. কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও ঠিকানা প্রমাণের (যেমন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যায়িত অনুলিপি।

৪. ডিমেটারিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হয় যে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য।

৫. **ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি:**
এজিএমের নোটিসে বর্ণিত সকল রেজোলিউশনে তার সকল সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('এনএসডিএল') এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') সরবরাহ করবে। অধিকন্তু, সংস্থাটি সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে, যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেয়নি তাদের জন্য এজিএম চলাকালীন/এজিএম এর রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের বিশদ পদ্ধতি নোটিসে সরবরাহ করা হবে। বিশদটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে। যেসব সদস্য ইমেল গ্রহণ করেন না বা যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সংস্থা/ডিপোজিটরি অংশগ্রহনকারীদের সাথে নিবন্ধভুক্ত নয় তারা এজিএমের নোটিসে এর প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারেন। একই পরিচয়পত্র ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম যোগ দিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
উপরের তথ্যটি কোম্পানির সমস্ত সদস্যের তথ্য দেওয়া এবং সুবিধার জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এমসিএ এবং সেবি বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

কানোরিয়া কেমিকেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

KCI
"কেসিআই প্লাজা", ৭ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯
ফোন নং: +৯১ ৩৩ ৪০৩১ ৩২০০ CIN: L24110WB1960PLC024910
ওয়েবসাইট: WWW.KANORIACHEM.COM

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্রম. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	নয় মাস সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	নয় মাস সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)			(অনিরীক্ষিত)		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৬,২৩৯	৪৮,৫০১	১৩,৪০৫	৩৪,৭৫২	১,১০,৫২৯	৩৪,১৭৬
২.	অর্থ ব্যয়, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ, ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ	১,২৪৬	৩,৬৬৪	৬১১	২৭	২,০৯৮	১,১২৭
৩.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	২২৬	১,০২৪	(১০৯)	(২,৬৯২)	(৫,৯৩১)	(১,২৭৫)
৪.	কর পূর্ব সময়কালের জন্য চলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	(১,৭৯৯)	(১,০০১)	(১০৯)	(২,৬৯২)	(৫,৯৩১)	(১,২৭৫)
৫.	সময়কালের জন্য চলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)	(১,৯৭০)	(১,৯৫৭)	(২৩৭)	(২,৮৬৩)	(৬,৯১০)	(১,৪৬৬)
৬.	কর পূর্ব সময়কালের জন্য অচলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	-	(২৮)	(৮৭)	-	(২৮)	(৮৭)
৭.	সময়কালের জন্য অচলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)	-	১০৬	(৫৭)	-	১০৬	(৫৭)
৮.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)	(১,৯৭০)	(১,৮৫১)	(২৯৪)	(২,৮৬৩)	(৬,৮০৪)	(১,৫২৩)
৯.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১,৯৭১)	(১,৮৪৩)	(২৭৬)	(২,১৬৪)	(৫,৮৪২)	(১,৪৮২)
১০.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে) অনিয়ন্ত্রিত সুদের পর]	(১,৯৭১)	(১,৮৪৩)	(২৭৬)	(১,১০৬)	(৩,৯০৩)	(৭৭১)
১১.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫
১২.	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	-
১৩.	চলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত	(৪.৫১)	(৪.৪৮)	(০.৫৪)	(৩.৮২)	(১১.০৫)	(১.৭৩)
১৪.	অচলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত	-	০.২৪	(০.১৩)	-	০.২৪	(০.১৩)
১৫.	চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত	(৪.৫১)	(৪.২৪)	(০.৬৭)	(৩.৮২)	(১০.৮১)	(১.৮৬)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. প্রতিবেদনে কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত দফা নেই।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com-তেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পক্ষে
আর. ভি. কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00003792)

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

CIN : L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০
টেলি নং. ০৩৩-৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল-neelachalkolkata@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

পরিশিষ্ট ১১	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			৯ মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
বিবরণ	ডিসেম্বর ৩১ ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০ ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১ ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১. কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৪.৯৫	১৪.৯২	১৭.০৫	৪৪.৫৮	৪৫.১২	৫৯.৭২
২. মোট খরচ	৯.৬৩	১২.৯৪	১২.৬৮	৩৪.৯৩	৩৫.৬৭	৫৯.৬৬
৩. আয়, অর্থ ব্যয় এবং ব্যতিক্রমী দফাগুলির আগে অপারেশন থেকে লাভ / (ক্ষতি) (১-২)	৫.৩২	১.৯৯	৪.৩৭	৯.৬৫	৯.৪৫	০.০৬
৪. অন্যান্য আয়	২.৪৫	৫.৮০	০.৮০	১০.৪৭	১.৩৬	৯.৫২
৫. অর্থ ব্যয় এবং ব্যতিক্রমী দফাগুলির আগে সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে লাভ / (ক্ষতি) (৩ + ৪)	৭.৭৭	৭.৭৮	৫.১৭	২০.১২	১০.৮১	৯.৫৮
৬. অর্থ ব্যয়	-	-	০.০০২	-	০.০২	০.০২
৭. অর্থ ব্যয়ের পরে কিন্তু ব্যতিক্রমী দফাগুলির আগে সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে লাভ / (ক্ষতি) (৫ + ৬)	৭.৭৭	৭.৭৮	৫.১৬	২০.১২	১০.৭৮	৯.৫৬
৮. ব্যতিক্রমী দফা	-	-	-	-	-	-
৯. কর পূর্ব সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে লাভ/(ক্ষতি) (৭ + ৮)	৭.৭৭	৭.৭৮	৫.১৬	২০.১২	১০.৭৮	৯.৫৬
১০. কর ব্যয়	-	-	-	-	-	২.২৫
১১. কর পরবর্তী সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি) (৯ + ১০)	৭.৭৭	৭.৭৮	৫.১৬	২০.১২	১০.৭৮	৭.৩১
১২. অসাধারণ দফা	-	-	-	-	-	-
১৩. সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (১১ + ১২)	৭.৭৭	৭.৭৮	৫.১৬	২০.১২	১০.৭৮	৭.৩১
১৪. পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০ টাকা	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
১৫. পূর্ব আর্থিক বর্ষের ব্যালান্স সীট অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	-	-	-	-	-	৭৮.৫১
১৫. শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) : (ক) অসাধারণ দফার আগে এবং পরে মূল ইপিএস (টাকা) (*বার্ষিকীকৃত নয়)	*২.৪৭	*২.৪৭	*১.৬৪	*৬.৩৯	*৩.৪৩	*২.৩২
(খ) অসাধারণ দফার আগে এবং পরে মিশ্রিত ইপিএস (টাকা) (*বার্ষিকীকৃত নয়)	*২.৪৭	*২.৪৭	*১.৬৪	*৬.৩৯	*৩.৪৩	*২.৩২

দ্রষ্টব্য ঃ
১. প্রতিবেদনে কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত দফা নেই।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com-তেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পক্ষে
বোর্ডের আদেশানুসারে / আর. ভি. কানোরিয়া
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড / চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00003792) স্বাঃ/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড

5 STAR SUPER COLOUR
STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬ লায়নস রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৬,০৪৮.০৫	৪৩,০১১.২৪	১৩,৩৬০.১৭
মোট রাজস্ব	১৬,০৫২.৫৬	৪৪,১৭৯.৬৭	১৩,৭২১.৩৮
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৫৮৬.০৩	১,৭৫০.৬০	৯৮১.৬০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২১৯.২৮	৭৮৫.০০	৫০২.৩৭
ব্যতিক্রমী দফা	(৮.৮৬)	(৭২.৭৪)	১৯৩.২৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২১০.৪২	৭১২.২৬	৬৯৫.৬২
কর ব্যয়	(২১.৪৩)	২০৮.০২	২১৪.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২৩১.৮৫	৫০৪.২৪	৪৮১.১৪
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	(৫৭৪.৪৮)	(৬৪৭.৫৫)	(৯৯.৭৫)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (₹(১/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	০.৩৫	০.৭৭	০.৭৩
(খ) মিশ্রিত (₹)	০.৩৫	০.৭৭	০.৭৩

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪,২২৯.৫১	৩৯,৪০৪.৯০	১১,৮৯১.৯৪
মোট রাজস্ব	১৪,২৩৩.৫৮	৪০,৬৮৩.১৬	১২,২৫৩.১৫
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৫২৭.৫৭	১,৭১৩.৪৬	৮৮৪.৯৩
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১৭৮.০৯	৮৫১.৮৭	৭৭২.৬৬
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	২৬৬.৭৭	৭৩৭.৩১	৬১৩.১২

দ্রষ্টব্য:
(ক) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং ফলাফলগুলি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে প্রকাশ করা হচ্ছে।
(খ) মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেডের সমন্বয়ে একত্রিত আর্থিক ফলাফল।
(গ) যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একটি একক প্রাথমিক ব্যবসায়িক বিভাগের মধ্যে পড়ে, যেমন, 'ধাতু', সেজন্য ইন্ড এএস ১০৮, 'অপারেটিং সেগমেন্টস' এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য নয়।
(ঘ) তুলনামূলক সংখ্যাগুলি পুনর্সজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত যেখানে প্রয়োজন সাজানো হয়েছে।
(ঙ) নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের ফলে অব্যাহত অস্থিরতার কারণে, গ্রুপটি নাইজেরিয়া ভিত্তিক তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ক্ষতিগুলি গ্রুপের একীভূত আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী দফা হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।
(চ) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সমূহের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, ম্যাজেনাইন ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম কোণে, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com; ওয়েবসাইট: www.manaksia.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮,৭৮৯.৬৯	৪৬,২৪৯.২০	১৫,২৩৫.৫৭
মোট রাজস্ব	১৯,৬৫০.৪৭	৫০,৮৬৪.৫০	১৭,২০২.৬২
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	২,৫২৭.২৬	৮,৫৭০.৬৭	৪,০৯৬.৯১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১,৯০৪.৫৮	৭,১২১.৪৪	৩,৪৫৯.৮৬
ব্যতিক্রমী দফা	৫৫.৪০	৩৯১.৬২	৯৩৩.৫৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৮৪৯.১৮	৬,৭২৯.৮২	২,৫২৬.২৮
কর ব্যয়	৫৪৪.৫৪	২,০৬৫.২৮	৭৮১.১২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৩০৪.৬৪	৪,৬৬৪.৫৪	১,৭৪৫.১৬
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	৩,৫৩৬.১৪	১,১৭৭.৫৬	(৭১৬০.৪০)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
শেয়ার প্রতি আয় (₹(২/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	১.৯৫	৬.৭৯	২.৪৯
(খ) মিশ্রিত (₹)	১.৯৫	৬.৭৯	২.৪৯

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,০৮৭.৪২	৮,৫৭৭.৬৯	১,১৪০.৮৭
মোট রাজস্ব	৩,২৬৭.৪৫	৯,৩২৮.৮৯	১,৪২০.৫১
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৮৭.৬৬	৪৩৫.০৮	১১৭.১০
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	১৫.৭৬	৩৪১.৬১	১০৭.০২
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	১২.১৫	২৮২.৫৬	৬৩.৭১

দ্রষ্টব্য-
১. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।
২. মানাকসিয়া লিমিটেড, এর সাবসিডিয়ারি এবং স্টেপ-ডাউন সাবসিডিয়ারি, মানাকসিয়া ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মানাকসিয়া ওভারসিজ লিমিটেড, এমআইএলএল লিমিটেড, মার্ক স্টিল লিমিটেড, ডায়নাটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ঘানা লিমিটেড এবং জেব্বা পেপার মিলস লিমিটেড নিয়ে কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল রয়েছে।
৩. নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের ফলে অব্যাহত অস্থিরতার কারণে, গ্রুপটি নাইজেরিয়া ভিত্তিক তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ক্ষতিগুলি গ্রুপের কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী আইটেম হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।
৪. তুলনামূলক সংখ্যাগুলি পুনর্সজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত/যেখানে প্রয়োজন সাজানো হয়েছে।
৫. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com -তে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00520769

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বাংলায় ফিরলেও এখনও অভিমানী ঋদ্ধিমান সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহাকে দলে নেওয়ার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে ঝাঁপাতে দেখা যায়নি কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। খেলা ছাড়ার পর তাঁকে সহকারী কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল তারা। তবে ঋদ্ধি রাজি হননি। আগামী দিনে কোচ হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও এখনই আইপিএলে কোচিং করাতে রাজি নন তিনি। তেমনটাই জানালেন ঋদ্ধি। সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন বাংলায় ফিরলেও এখনও অভিমান কমেনি।

গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএল জিতেছে। সেই দলের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। তাঁর সহকারী হওয়ার প্রস্তাব ছিল ঋদ্ধির কাছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের অনুষ্ঠানে তিনি বললেন, তআমার কাছে প্রস্তাব এসেছিল কেকেআরের। ওরা আমাকে সহকারী কোচ করতে চেয়েছিল। কিন্তু খুব বেশি কথা এগোয়নি। আমি এখনই দায়িত্ব নিতে রাজি নই। তাই খুব বেশি কথা হয়নি। আমার কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা নেই। সেই অভিজ্ঞতা হোক তার পর ভাবব।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রস্তাবে রাজি না হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ হতে রাজি ঋদ্ধি। বাংলা থেকে এখনও প্রস্তাব পাননি। তবে অন্য রাজ্যের প্রস্তাব রয়েছে তাঁর কাছে। ঋদ্ধি বললেন, তএখনও বাংলার কোচ হওয়ার প্রস্তাব পাইনি। তবে আমি তৈরি। ১৭ বছর আইপিএল খেলেছি, ২৮ বছর ক্রিকেট খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা তো রয়েছে। বাংলা হোক বা অন্য কোনও রাজ্য, আমি রাজি। অন্য রাজ্যের কোচ হওয়ার প্রস্তাব আছে আমার কাছে। দু'-এক মাসের মধ্যে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখা যাক কী হয়।দ

বাংলার হয়ে খেলেই অবসর নিয়েছেন ঋদ্ধিমান। দেশের হয়ে ৪০টি টেস্ট খেলা উইকেটরক্ষককে একটা সময় বাংলা ছাড়তে হয়েছিল। এক কর্তার কথায় অভিমানে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরায় চলে গিয়েছিলেন ঋদ্ধি। প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তাঁর দায়বদ্ধতা নিয়েও। ঋদ্ধি বললেন, তঅভিমানে বাংলা ছেড়েছিলাম। অতীতকে টানতে চাই না। যা হয়ে গিয়েছে, তা হয়ে গিয়েছে। আমার সেই সময় মনে হয়েছিল যে এত দিন খেলার পর আমার সেটা শোনা উচিত ছিল না।

শতবর্ষের বালক সংঘের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট

বালক সংঘের শতবর্ষের অনুষ্ঠানের মঞ্চে অভিষেক ডালমিয়া পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন অনির্বাণ দত্তের হাতে।

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ হল দক্ষিণ কলকাতার বালক সংঘের শতবর্ষের অনুষ্ঠান। একবছর ধরে নানা বর্ণময় অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তিতেও দেখা গেল চাঁদের হাট। যদুবাবুর বাজারের কাছে নর্দান পার্কের ঘেরা মাঠেই আছে শতাব্দী প্রাচীন বালক সংঘের মাঠে হাজির হয়েছিলেন আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। ক্রিকেটপ্রিয় অভিষেক জেলার খেলার আমন্ত্রণেও যেমন ছুটে যান, তেমনই ময়দানের ক্রিকেটেও সবসময়ই নজর রাখেন। বালক সংঘ ক্রিকেটারদের আঁতুরঘর। যে ক্লাব থেকে উঠে এসেছেন নামী তারকারা। সেই তালিকায় রয়েছেন ক্রিকেটের অরুণ লাল, দেবাঙ গান্ধীর মতো তারকারা। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শুধু অভিষেক ডালমিয়াই নন, এসেছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, স্থানীয় পুরপিতা ও খেলাপ্রেমী অসীম বসু, সিএবি টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য অধিরাজ দত্ত সহ আরো অনেকে। সকলের প্রিয় অসীম বসু সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দেখান জাগলিং। যা দেখে তারিফ করেন অভিষেক ডালমিয়া থেকে অনির্বাণ দত্ত। এর আগে শতবর্ষে পা রাখা বালক সংঘের ছোট্ট অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল। ধারবাহিকভাবে এখনও সমান তালে এই ক্লাব সুনাম বজার রাখার জন্য প্রশংসা করেন সিএবি'র প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া থেকে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত।

মাঠে ঝামেলা করায় শাস্তি শাহিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার পেলেন না পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন মাঠে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, সাউদ শাকিল ও কামরান গুলাম। তাঁদের শাস্তি দিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার ম্যাথু ব্রিটজকের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয় শাহিনের। ম্যাচ রেফারির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, শাহিন ইচ্ছা করে ব্রিটজকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি নাকি সেই কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। ফলে শাহিনের ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁকে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। জরিমানার থেকে ডিমেরিট পয়েন্টের ধাক্কা বেশি। কারণ, এই ডিমেরিট পয়েন্ট বেশি হলে নির্বাসিত হতে হবে তাঁকে। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে চাপ বাড়ল পাকিস্তানের।

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাকে ঘিরে ধরে উল্লাস করায় শাস্তি পেয়েছেন শাকিল ও গুলাম। তাঁদের ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। শাহিনের মতো অবশ্য ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়নি তাঁদের। ক্রিকেটারের গায়ে ইচ্ছা করে আঘাত করায় শাস্তি বেশি হয়েছে শাহিনের।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস চলাকালীন শাহিনের একটি বল ডিফেন্স করে তাঁর দিকে তাকিয়ে ব্যাট চালানোর ভঙ্গি করেন ব্রিটজকে। বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি শাহিন। সেই ওভারের শেষ বলে দৌড়ে এক রান নিতে যান ব্রিটজকে। শাহিন হঠাৎ করে তাঁর সামনে চলে আসেন। ফলে দুই ক্রিকেটারেরা ধাক্কা লাগে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭
কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৫

প্রতীকী দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু, **ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড,** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল **১২.০২.২০২৫** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	বন্ধকদত্ত /জামিনদত্ত সম্পদ(সমূহ) সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটশের তারিখ এবং বকেয়া পরিমাণ
১. নির্মাণ কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) ২. দিলীপ কুমার সিং (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৩. সুমন সিং (সহ ঋণগ্রহীতা) ৪. অভিষেক কুমার সিং (সহ ঋণগ্রহীতা) ৫. অশ্বিনী কুমার সিং (সহ ঋণগ্রহীতা) ৬. শ্রী নির্মাণ (সহ ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং **USFBKOLLOAN000005011939**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি পরিমাণ ৫ কাঠা ৯ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত পুরানো ভগ্নদশা টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ২০০ বর্গফুট ১ টি শপরুম সহ (বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) আবস্থিত ছিট কালিকাপুর, পূর্বতন ছিট কালিকাপুর হিসেবে পরিচিত, বর্তমানে হেডার হাট, কলকাতা ৭০০০৭৮, ওয়ার্ড নং ১০৯, বোরো ১২, মৌজা কালিকাপুর, জেএল নং ২০, প্লট নং পি-১, দাগ নং ৩৭৫ (অংশ) কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৭৮। **চৌহদ্দি (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : উত্তরে :** সবুজ সংঘ ক্লাব; **পূর্বে :** অংশত ছিট কালিকাপুর রোড, আরটি শেড **পশ্চিমে :** ৩০ ফুট চওড়া মেন রোড; **দক্ষিণে :** অ্যাসবেস্টর শেড, ছিট কালিকাপুর, নিতাই নগর।	দাবি নোটিশ তারিখ ১১.১১.২০২৪, পরিমাণ ৭২,০৮, ৭৪৩.৯৩ টাকা (বাহাত্তর লাখ আট হাজার সাতশ তেতাল্লিশ টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) টাকা ০৬.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্যমতে।
১. মেসার্স পুস্কর বসু (ঋণগ্রহীতা) ২. পুস্কর বসু (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ৩. পিঙ্কি বসু (সহ ঋণগ্রহীতা) ৪. ইন্দ্রনারায়ণ বসু (সহ ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নং **USFBKOLLOAN000005004098**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল ১০০ বছরের পুরানো দোতলা ইটের তৈরি বাড়ি পরিমাণ এবং বসবাসের ভবন জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ আনুমানিক ১ কাঠা ৪ ছটাক কমবেশি নির্মিত ঢাকা এরিয়া একতলায় পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি এবং নির্মিত ঢাকা পাকা এরিয়া দোতলায় পরিমাণ আনুমানিক ৮৫০ বর্গফুট, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫৩এ, দুর্গা চরণ মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০০৬, থানা : বড়তলা, ওয়ার্ড নং ১৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, **চৌহদ্দি : (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) : পূর্বে :** জগন্নাথ শূর লেন; **পশ্চিমে :** শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জির ভবন; **উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ৫৩বি, দুর্গা চরণ মিত্র স্ট্রিট; দক্ষিণে : দুর্গা চরণ মিত্র স্ট্রিট।	দাবি নোটিশ তারিখ ১৮.০৭.২০২৪, পরিমাণ ৬০,২৫, ৯৯৩.৬৮ টাকা (ষাট লাখ পঁচিশ হাজার নশো তিরানব্বই টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) টাকা ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্যমতে।

তারিখ - ১৪.০২.২০২৫
স্থান - পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৩৩ তারিখ ১১.০২.২০২৫। সিনি. ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/৪৯/২৪-২৫/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে শিয়ালদহ স্টেশন এবং বিধাননগর রোড স্টেশনের মধ্যে আপ এবং ডাউন সাবলাইন এবং লাইন ৬ ও ৭-এ ব্রিজ নং ৩ (আরইউবি)-এর রিগার্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৮৭,৪৫০.৪১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৩ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ২৬.০২.২০২৫। **টেন্ডার দাখিল বন্ধের তারিখ ঃ** ১২.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in-এ। যেসব নথিসমূহ দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুযায়ী।

SDAH-354/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-TENDER

E- tender are invited by the Prodhan, **Raghunathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. NIET No. 13/15 th CFC Tied **2024- 2025,** Last date of submission **21.02.2025** upto 11a.m. For details please contact the Office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

সংশোধনী

গত ১৩.০২.২০২৫ -এ প্রকাশিত এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড -এর "তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ" -এর দ্রষ্টব্য নং ২ -এ পুনর্শ্রেণিফুক্ত -এর বদলে পুনর্শ্রেণিভুক্ত"; দ্রষ্টব্য নং ৪ -এ উক্ত কোম্পানির আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশটি "বিএসই লিমিটেড" -এ ফাইল করা হয়েছে আর সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত কিউআর কোডে স্ক্যান করে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নাম:** "কবি সুভাষ (কেকেভিএস) স্টেশনের পিএফ পুনর্বাসনের জন্য বিদ্যমান ছাদের শেড সরানো এবং প্ল্যাটফর্মের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনর্নির্মাণ এবং মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার প্ল্যাটফর্মগুলিতে নতুন শেড নির্মাণ করা হবে।" **কাজের আনুমানিক খরচ:** ₹ ৯,০৫,৪২,৮৮৫.৮৪। **বায়না মূল্য :** ₹ ৬,০২,৭০০.০০। **সমাপ্তির সময়কাল:** ০৯ (নয়) মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৭.০৩.২০২৫ তারিখে ১২.০০ টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সংশোধনী/শুদ্ধি, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : সিভিল-২৫১২-২০২৫ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুণঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the Sagardighi Panchayat Samity, Sagardighi: Murshidabad

NIT NO-35/SPS/EN/2024-2025, Memo No-141/1(54) EN/SPS, Date - 11/02/2025
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **11/02/2025 From 18:00 houre** on https://wbtenders.gov.in Period and time for download of bidding documents: From- **11/02/2025 18:00 hours** To **18/02/2025 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **11/02/2025** 18:00 hours **To-18/02/2025 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **20/02/2025.** For more details visit https://wbtenders.gov.in or contact with office of the undersign.

Sd/- Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara,
Dist- Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through on-line bid system under following tender(NIeT) No:- **08/ Bokhara-II/15th CFC & 5th SFC Untied/2024-25, Dated-12/02/2025.** The last date of online submission of tender is **19/02/2025 upto 18.00 hours.** For details please visit website **http://wbtenders. gov.in**

Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/০৫, তারিখঃ ১২.০২.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **ক্র.নং-১; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি- ওয়েস্ট-০১-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/ঝাড়গ্রাম-এর অধীনে এসএসই (পি.ওয়ে)-এর জন্য মানুষ ও মালপত্র পরিবহনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৫ মাসের জন্য ০৪টি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক এবং ৯০ দিনের জন্য ১০টি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক ভাড়ায় নেওয়া। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১২,৬৯,৭৬৭.১০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২৫,৪০০ টাকা। **ক্র.নং-২; টেন্ডার নংঃ ই-কেজিপি- ওয়েস্ট-০২-২০২৫। কাজের বিবরণঃ** এডিইএন/ডব্লু/খড়গপুর-এর অধীনে এসএসই (পি.ওয়ে)-এর জন্য মানুষ ও মালপত্র পরিবহনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ১৫ মাসের জন্য ০৪টি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক এবং ৯০ দিনের জন্য ১০টি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক ভাড়ায় নেওয়া। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১২,৬৯,৭৬৭.১০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। খোলার তারিখঃ ০৪.০৩.২০২৫ (ক্র.নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১৫ মাস (ক্র.নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **বিড শুরুর তারিখঃ** ১৮.০২.২০২৫ থেকে ০৪.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনোক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বিঃদ্রঃ-** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1130)**

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
একটি আইএসও ৯০০১- ২০১৫ কোম্পানি

রাজস্ব বেড়েছে ১৭.৬৮% কিউ৩ এফওয়াই২৫ (কিউ-অন-কিউ)
পিবিটি বেড়েছে ১১৩.২৬% কিউ৩ এফওয়াই২৫ (কিউ-অন-কিউ)
পিএটি বেড়েছে ১১১.৯৩% কিউ৩ এফওয়াই২৫ (কিউ-অন-কিউ)
রপ্তানি রাজস্ব বেড়েছে ৮৭.১৬% কিউ৩ এফওয়াই২৫ (ওয়াইওওয়াই)
মিশ্রিত ইপিএস বেড়েছে ৫৪.৯১% ৯এম এফওয়াই২৫ (ওয়াইওওয়াই)

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			৯ মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২০,৭৮২.৬৪	১৭,৬৫৯.৭২	১৯,৪১৩.৯৪	৫৭,৯৮০.৭৬	৫৬,৬০১.২৬	৭৪,৬১৮.০৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬৭০.৫৪	৩১৪.৪৩	৫৪৩.১৬	১,৩৮৭.৫৩	৮০৫.৩৫	১,৪৯০.৯৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৫০০.৯৩	২৩৬.৩৬	৪০৪.৫৮	১,০৩৫.৪৮	৬১৭.৮১	১,১২৩.৭১
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৫৩৬.২৩	২৪২.৮১	৪০২.৩৫	১,০৭৮.৭৬	৬৩৫.১২	১,১৫৪.৮৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৪২.৬৯	৭৪২.৬৯	৬৫৫.৩৪	৭৪২.৬৯	৬৫৫.৩৪	৭৪২.৬৯
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :						
(ক) মৌলিক	০.৬৭	০.৩২	০.৬২	১.৩২	০.৯৪	১.৬৭
(খ) মিশ্রিত	০.৬৭	০.৩২	০.৫৯	১.৩৯	০.৯০	১.৬৭

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২০,৭৭৯.৯৫	১৭,৬৫৭.০২	১৯,৪১০.৮৭	৫৭,৯৭২.৬৮	৫৬,৫৯০.৪৪	৭৪,৫৭৯.৭৫
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৬৭৭.১১	৩২০.৭৫	৫৪৯.৯৯	১,৪০৬.৬৭	৮২৬.২৭	১,৫৩০.৯৭
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৫০৭.৫০	২৪২.৬৮	৪১১.৪১	১,০৫৪.৬২	৬৩৮.৭৩	১,১৬৩.৭৫

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পূরক, মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাকস্ প্রাঃ লিঃ-এর অন্তর্গত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।
(গ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com -তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
DIN: 00091793

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@mcmil.in । ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com । দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER

MemoNo. 1067/GM/NIT/W.S/24, Dated: 07/02/2025
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-9(e)/24-25, DT:-13/02/2025
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Improvement of Iron Elimination plant at Head Work site of Gobardanga W/S Scheme (Zone-II) within the jurisdiction Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on **04/03/25 at 6:00pm.** For details Visit: https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(CIN:- L27100WB2011PLC161235)
রেজিস্টার্ড অফিস: 'কমার্স হাউজ', ২এ, জি. সি. এভিনিউ, কক্ষ নং-১১, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৩, ভারত

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন/কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ	৩১.১২.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক বর্ষ সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী বর্ষ থেকে তারিখ	৩১.১২.২০২৩ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	—	৬.১০	—	—	৬.১০	—
২	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী #)	-৪৮.১৩	-৬২২.৯২	-৪৪.১৬	-৪৮.১৩	-৬২২.৯২	-৪৪.১৬
৩	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	-৪৮.১৩	-৬২২.৯২	-৪৪.১৬	-৪৮.১৩	-৬২২.৯২	-৪৪.১৬
৪	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	-৪৮.১৩	-৬২২.৯২	-৪৪.১৬	-৪৮.১৩	-৬২২.৯২	-৪৪.১৬
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য {(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়}	-৪৮.১৩	-৬২২.৯২	-৪৪.১৬	-৪৮.১৩	-৬২২.৯২	-৪৪.১৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত) পূর্ববর্ষের উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত মতো	—	—	—	—	—	—
৮	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) **-						
	১. মৌলিক :	-৩.৯০	-৫০.৪৩	-৩.৫৮	-৩.৯০	-৫০.৪৩	-৩.৫৮
	২. মিশ্রিত :				—	—	—

** বার্ষিকীকৃত নয়
দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bkmindustries.co.in -এ।
২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে কনসোলিডেটেড আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে কোম্পানির সহায়ক / সহযোগী/ যৌথ উদ্যোগ যেমন ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১.১২.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেট) অপরিবর্তিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।
৪. #- ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ দফাগুলি ইন্ড-এএস বিধি অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অথবা # - কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ দফা নেই।

এক্স রেজুলেশনাল প্রফেশনাল
প্রতীম বয়াল
প্রতীম বয়াল

বোর্ডের আদেশানুসারে
বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ -এর পক্ষে
যশবর্ধন মুকিম
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 07713187

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.০২.২০২৫

আসাম এনট্রেড লিমিটেড
CIN: U20219WB1985PLC096557
রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩
ইমেল আইডি : assamentrade1985@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) -এর পরিপ্রেক্ষিতে]

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষের জন্য	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষের জন্য
		৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৩৪.৫২	৬৬৪.৪	১৮৬.৪২	১,০৮৪.২৩	৫২৮.১৯	৭৪৩.৬৯	২৩৪.৭১	৬৬৪.৬০	১৮৬.৫৪	১,০৮৪.৮২	৫২৮.৫৮	৭৪৪.৪৮
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পূর্ব#)	(৬৫.৫২)	২২৯.৮৬	৬২.৮৪	২০৯.৪৮	১৭০.৪৫	২৪০.০৭	(৬৫.৩২)	২৩০.০৬	৬২.৯৬	২০৯.৯৫	১৭০.৬৮	২৪০.০৭
৩	সময়কালের জন্য কর পূর্ব নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	(৬৫.৫২)	২২৯.৮৬	৬২.৮৪	২০৯.৪৮	১৭০.৪৫	২৪০.০৭	(৬৫.৩২)	২৩০.০৬	৬২.৯৬	২০৯.৯৫	১৭০.৬৮	২৪০.০৭
৪	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহর পরবর্তী #)	(৬৫.৬০)	১৭১.৮৯	৪৭.৪৮	১৩৪.৩৬	৮১.৭২	১৩৩.৯৪	(৬৫.৪০)	১৭২.০৯	৪৭.৬০	১৩৪.৮৩	৮১.৯৪	১৩৩.৯০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	(৬৫.৬০)	১৭১.৮৯	৪৭.৪৮	১৩৪.৩৬	৮১.৭২	১৩৩.৯৪	(৬৫.৪০)	১৭২.০৯	৪৭.৬০	১৩৪.৮৩	৮১.৯৪	১৩৩.৯০
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	-	-	-	৫,৯৯৪.০১	৫,৭১৬.৫৭	৫,৭৬৯.৮২	-	-	-	৬,৩১৫.৪৫	৬,০২৫.৪০	৬,০৭৮.৫৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	(৪.৫৬)	১১.৯৪	৩.৩০	৯.৩৩	৫.৬৮	৯.৩০	(৪.৫৫)	১১.৯৫	২.৭৪	৯.৩৫	৫.৭৩	৯.৩০
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যের মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	(৪.৫৬)	১১.৯৪	৩.৩০	৯.৩৩	৫.৬৮	৯.৩০	(৪.৫৫)	১১.৯৫	২.৭৪	৯.৩৫	৫.৭৩	৯.৩০

* রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম যা উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকা।
দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com)-তে।

স্থান : কানপুর
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(নিশান্ত গুপ্তা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00326317

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

কথোপকথনে উঠে এল জীবন এবং যাপনের নানা তথ্য

ইতিবৃত্তে রামকমল

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে নিজের বুনেচলা স্বপ্ন ছোট থেকে বড় হওয়ার লড়াই তিনি রোজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের সাংবাদিকতার মাধ্যমে। তার অনবদ্য সাংবাদিকতার ছোঁয়ায় হেমা মালিনী মিঠুন চক্রবর্তী এবং সঞ্জয় দত্তের কর্ম এবং ব্যক্তি জীবন কাহিনী সুন্দরভাবে দর্শকমহলের কাছে সংবাদ এর মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছিল। সম্প্রতি তার মুক্তি প্রাপ্ত সিনেমা বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান বাংলার সমস্ত হল জুড়ে রাজত্ব করছে যেটি ছিল তার পাঁচ বছরের বিরামহীন প্রচেষ্টার এবং পরিশ্রমের ফসল। তিনি হলেন বর্তমান টলিউড চলচ্চিত্র দুনিয়ার এক অন্যতম নাম পরিচালক রামকমল কমল মুখোপাধ্যায়। উত্তর কলকাতা আমহার্স্ট স্ট্রীটে যৌথ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামহ ছিলেন নমস্য চিকিৎসক ডক্টর কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বউবাজারের সেন্ট জোসেফ কলেজ থেকে সেকেন্ডারি স্কুলিং এবং ডানলপের খালসা মডেল স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলিং কমপ্লিট করে মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে হিস্ট্রিতে স্নাতকতার ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা বিভাগে ফিল্ম স্টাডিসে স্নাতকোত্তর করেন ক্লাস নাইনে পড়াকালীন স্ক্রিন পত্রিকায় প্রথম লেখালেখি শুরু এবং সেই সময় পারিশ্রমিক হিসেবে তার প্রাপ্তি হয় মাত্র ১০০ টাকা। সেই থেকে তার পথ চলা শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের নদীতে প্রবাহিত হতে থাকে স্বপ্ন তরী। পরবর্তী সুযোগ আসে ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে পড়া চলাকালীন বিভাগীয় প্রধান ডক্টর তপতী বসুর কাছ থেকে। তিনি রামকমল বাবুকে সুযোগ প্রদান করেন কলকাতার সংবাদমাধ্যমের মুখ্য সম্পাদক তার অসামান্য লেখনীতে অভিভূত হয়ে তার লেখাকে আন্তর্জাতিক স্তরের লেখায় ভূষিত করে এবং সেই সঙ্গে তাকে স্টারডাস্ট সংবাদমাধ্যম থেকে সরাসরি চাকরির প্রস্তাব পাঠায়। এই চাকুরীর সূত্রেই রামকমল বাবুকে চলে যেতে হয় মুম্বাইয়ে। সাংবাদিকতার পেশায় রামকমল বাবু গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন এশিয়ান এজের ফারাহ চৌধুরী এবং টিকলি বসুকে। মুম্বাইয়ে সাংবাদিকতা করতে করতে ২০১৯ সালে তিনি প্রথম পরিচালনা করলেন 'এক দুয়া' ফিচার ফিল্মটি এবং যার জন্য রামকমল বাবু ২০২৩ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয়া দ্রৌপদী মুর্মু কর্তৃক ৬৯ তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। কন্যা ভ্রূণ হত্যা বিরোধী এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রটির মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন হেমা মালিনী তনয়া এশা দেওল। তার এই পুরস্কার প্রাপ্তি তার মনোবল কে অনেক সুদৃঢ় করেছিল, যেই মনোবল তিনি সম্পূর্ণরূপে উজাড় করে দিয়েছেন বিনোদিনী সিনেমাটি পরিচালনা করার সময়। এই মনোবল ফলপ্রসু হয়েছে বিনোদিনীর প্রেক্ষাগৃহে এক আকাশ প্রশংসা এবং করতালি অর্জনের মাধ্যমে।

কলকাতার চলচ্চিত্র বিনোদন জগতের দুনিয়ায় তিনি যে দুজন মানুষকে তার চলার পথে পাশে পেয়েছিলেন তারা হলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং দেবশ্রী রায়। তাদের হাত ধরেই তিনি বাংলায় পরিচালনার পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার পাশাপাশি মুম্বাইতেও তিনি স্বনামধন্য অভিনেত্রী হেমা মালিনীর প্রশংসা পেয়েছিলেন সাংবাদিকতায় তার অসামান্য সুদক্ষ লেখনির মাধ্যমে।

শৈশবে বাবা জয়দেব মুখোপাধ্যায় হাত ধরে হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত আনন্দমঠ থিয়েটারটি দেখতে গিয়ে রামকমল বাবু স্টার থিয়েটারের সমস্ত ইতিহাস জেনেছিলেন। তার বাবা ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী। বিনোদিনীর জন্যই যে এই স্টার থিয়েটারের এত পরিচিতি ছিল সে কথাও তিনি সেই সময় জেনেছিলেন। এই স্টার থিয়েটার যে বিনোদিনী রাই-এর জন্যই পরিচিত ছিল সেটা তিনি আবারও আপামর জনসাধারণকে মনে করিয়ে দিতেই বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান ছবিটির তৈরীর পরিকল্পনা করেন। তার বক্তব্যে উঠে এসেছে, অনেকেই বিনোদিনী মানে শুধু দাসী হিসেবে তাকে মনে করে। অনেকেই জানেনা বিনোদিনীর আসল জীবনী। বিনোদিনী শুধুমাত্র একজন দাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন অভূতপূর্ব অসামান্য নাট্যঅভিনেত্রী যিনি সেকালের যাত্রা থিয়েটারের মঞ্চে প্রশংসার ঝড় তুলেছিলেন। তার চমকপ্রদ নাট্য অভিনয় গুনেই তিনি নটী হিসেবে খ্যাত হয়ে ছিলেন। এই বিনোদিনীর জীবনী চিত্র সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যই বিনোদিনী দাসীর প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপন করে তিনি উপস্থাপিত করলেন তার এই সিনেমা বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান। বলাই বাহুল্য এটি পরিচালকের ড্রিম প্রজেক্ট। এই সিনেমাটি মুক্তি প্রাপ্তির পর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে পরিচালক জানিয়েছেন এর আগে বিনোদিনী রাইকে নিয়ে যে সমস্ত যাত্রাপালা নাটক যা কিছু উপস্থাপিত হয়েছে তাতে সবকটাতেই বিনোদিনীকে কিন্তু মুখ্য চরিত্রে কোথাও দেখানো হয়নি। এক্ষেত্রে বিনোদিনীর সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি বলে তিনি মনে করেছেন। তাই তিনি নিজের ছবিতে মূলত বিনোদিনী চরিত্রটির উপর আলোকপাত করার জন্যই ,বিনোদিনী চরিত্রটিকে লার্জার দ্যান লাইফ হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিনোদিনীর গুণাবলীর ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সমস্ত তথ্য মানুষের কাছে উপস্থাপিত করার জন্যই এই সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন। তার ছবির নামকরণ করেছেন বিনোদিনী একটি নটীর উপাখ্যান। এখানে কিন্তু কোথাও দাসী বলে উল্লেখ করা নেই। তিনি বিনোদিনীকে বিনোদিনী হিসেবেই দেখাতে চেয়েছেন দাসী হিসেবে নয়। যেটা তার সিনেমা পরিচালনার একটি সবচেয়ে বড় উন্মোচিত দিক। একটি নটীর উপাখ্যান নামকরনের প্রসঙ্গে পরিচালক বলেন যে এটি একটি নদীর উপাখ্যান অর্থাৎ একটি নটীকে সম্মান জানানোর জন্য তিনি সিনেমায় নটী কথাটা ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে পরিচালক জানিয়েছেন একটি নদী যেমন বহমান তেমনি বিনোদিনী নটীও নদীর মতই তার জীবনের ইতিহাস বহন করে চলেছে যেটি গৌরবের ইতিহাস। রুক্মিণীকেই কেন বিনোদিনী চরিত্রে নির্বাচন করা হলো সে প্রশ্নের উত্তর পরিচালক বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে দিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন যে বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে যে যে গুনাবলীগুলি ছিল সেগুলি রামকমল বাবু রুক্মিণীর মধ্যে কিছুটা দেখতে পেয়েছেন। রুক্মিণীর নৃত্যশৈলী পড়াশোনা এবং শেখার আগ্রহ বিনোদিনী চরিত্রটিকে যে সম্পূর্ণ করতে পারবে বা পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হবে সেটা সেটা রাম কমল মুখোপাধ্যায় তার দূরদৃষ্টির মাধ্যমে অনুমান করেছিলেন। রামকমলবাবুর সাথে রুক্মিণীর পরিচয় হয়েছিল ২০১৭ সালের আগে যখন রুক্মিণী মৈত্র চ্যাম্প সিনেমাটির শুটিং করছিলেন। সেই সময়ই বিভিন্ন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বুঝেছিলেন যে রুক্মিণী বুদ্ধিদীপ্ত, তার মধ্যে স্মার্টনেস আছে এবং তখনই তিনি রুক্মিণী মৈত্রকে বিনোদিনী চরিত্রের জন্যে কল্পনা করে ফেলেছিলেন। এরপর ২০১৯ থেকে শুরু হয় বিনোদিনী সিনেমাটির কাজ। রুক্মিণীকে সুনিপুণ দক্ষতার সাথে চরিত্রপযোগী করে গড়ে তোলেন স্বয়ং রামকমল বাবু। রুক্মিণী ও তার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা দিয়ে রামকমল বাবুর সাথে সমতালে সহযোগিতা করেছেন। পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর অবশেষে মুক্তি পেয়েছে তার স্বপ্নের বিনোদিনী সিনেমাটি। এই সিনেমা প্রসঙ্গে রাম কমল বাবু প্রচন্ড আবেগঘন হয়ে জানিয়েছেন পুরুষ মানুষের যদি প্রসব ক্ষমতা থাকতো তাহলে বলা যেত যে পাঁচ বছর অন্তঃসত্তা থাকার পর অবশেষে তিনি প্রসব করেছেন। এই ছবিটি তার কাছে তার সন্তানের চেয়ে কম কিছু নয়। এই ছবিতে রামকমল মুখোপাধ্যায় নিজে সমস্ত চরিত্রগুলির জন্য অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন করেছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রের সাবলীল অভিনয় দেখে বোঝা গিয়েছে যে রামকমল বাবু চরিত্র নির্বাচনে কতটা আন্তরিক ছিলেন।

তিনি তার চরিত্রগুলির জন্য যে অভিনেতা অভিনেত্রীদের নির্বাচন করেছেন তা একেবারে অনবদ্য। বলাই বাহুল্য এই ছবিটির সুরকার বা সংগীত পরিচালক সৌমেন্দ্র-সৌমজিৎকে তিনি নির্বাচন করেছেন। তার নির্বাচন গুণের ফল দর্শকরা পেয়েছে বিনোদিনী ছবিটির অসামান্য কয়েকটি গানের মাধ্যমে। রুক্মিণীর নৃত্যচর্চার পেছনেও রামকমল বাবুর অবদান অনেক। তার সহযোগিতাতেই রুক্মিণী এত সুন্দর নাচের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বলাই বাহুল্য নৃত্যের প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন এই সিনেমাটিতে বিনোদিনী চরিত্রটিতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। এই ছবিটিতে চিত্রনাট্য এবং সংলাপ গঠনেও রামকমল বাবু যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছেন। তার লেখা সুদৃঢ় এবং শ্রুতি মধুর সংলাপ দর্শকবৃন্দকে মনোমুগ্ধ করেছে।

শৈশব থেকেই রবীন্দ্রসংগীত শ্যামা সংগীত, কীর্তন এইসবের প্রতিও তীব্র আগ্রহ ছিল রাম কমল বাবুর। তার মা রমা দেবীর কাছ থেকে এই আগ্রহের বীজ তার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন আজ যদি তিনি কীর্তন শ্যামা সংগীত বা সুর নিয়ে কোন চর্চা করেন তবে সেই বিষয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ তিনি পেয়েছেন তার মায়ের কাছ থেকে। এই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতিত্বটাই তার মাকে দিয়েছেন। একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান হওয়ার দরুন রাম কমল বাবুর মধ্যে পরম্পরা এবং সংস্কৃতির প্রবণতাটা প্রবল। ঠাকুমার কাছ থেকে নিয়মিত সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি বাড়িতে ইতু পুজো থেকে শুরু করে, শ্যামাপূজো, শঙ্খলতা পূজো ইত্যাদি রামকমল বাবুকে করেছেন সংস্কৃতিমনস্ক। এই সংস্কৃতি মনস্কতার ফলস্বরূপ রামকমল মুখার্জি, তার বিনোদিনী ছবিতে সংস্কৃতির ব্যাপকতাটাকে সুন্দরভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন এবং প্রস্ফুটিত করেছেন যেটা দর্শকের আকর্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে এবং এরই মাধ্যমে রামকমল মুখার্জির সংস্কৃতিচর্চার পরিচয় পেয়েছেন দর্শকমহল।

ছবি পরিচালনার পাশাপাশি রামকমল বাবুর সুরের প্রতিও যে আকর্ষণ এবং যথেষ্ট দখল আছে, সেটা পরিলক্ষিত হয় বিনোদিনী ছবিতে তার প্রত্যেকটি গানের সুর এবং আবহ সমূহের মাধ্যমে। কোন কোন গান, কি কি ধরনের গান এই ছবিটিকে আরো সমৃদ্ধ করবে সেটা তারই মস্তিষ্কপ্রসূত। সুরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য প্রতিভার প্রকাশ করেছেন বিশেষ বিশেষ গানের জন্য তিনি বিশেষ বিশেষ সংগীত শিল্পী অর্থাৎ শ্রেয়া ঘোষাল অন্বেষা দত্ত প্রমুখকে নির্বাচন করেছেন। রাম কমল বাবু দেবেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে দেব না থাকলে হয়তো তার এই ছবিটি কখনো সম্পূর্ণ হতো না। পাশাপাশি রাম কমল মুখোপাধ্যায় দেবের খাদান ছবিটিরও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। তার বক্তব্যে পরিলক্ষিত হয়েছে যে খাদান করেই বিনোদিনী মুক্তি পেল। অর্থাৎ খাদান মানে যে কয়লার খনি সেই কয়লা খনি থেকেই হীরে বেরোলো।

২০০৫ সালে রামকমল মুখার্জি ভারতের প্রথম কোনো অভিনেত্রীর ওপর ভিত্তি করে লেখা কফি টেবিল বই হেমা মালিনী, ডিভা আনভেইল্ড প্রকাশ করেন। ২০২০ সালে, পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রতি সম্মাননা জ্ঞাপন করে নির্মিত তার সিনেমা সিজন'স গ্রিটিংস জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ভূয়সী প্রশংসার সম্মুখীন হয়। এটি প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া সেলিনা জেটলির চলচ্চিত্র জগতে নতুনভাবে প্রত্যাবর্তনের পথ আরো মজবুত করে। ২০২১ সালে, তার নির্মিত চলচ্চিত্র 'রিকশাওয়ালা কার্ডিফ' আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা মানবাধিকার চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করে।

শুধু সিনেমা নয় তার লেখনীয় ছিল অনবদ্য এবং লেখক হিসেবে এক কথায় তিনি বেশ প্রশংসনীয়। রামকমলবাবুর বর্তমানে লিখিত বইয়ের সংখ্যা মোট ছয়টি যা ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তার অন্যতম বই বিয়ন্ড দ্য ড্রিমগার্ল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। এই বইটি স্বনামধন্য অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন দ্বারা উন্মোচিত হয়। এছাড়া তিনি সঞ্জয় দত্তের জীবনী সঞ্জয় দত্ত, ওয়ান ম্যান মেনি লাইভস প্রকাশ করেন, বইটি পাঠক মহলে প্রবল চর্চিত হয়েছে। এক দুয়া ছবিটির সাফল্যের পর টাইমস অফ ইন্ডিয়া তাকে স্বল্প দৈর্ঘ্যের অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সম্মানিত করেছে। পরিচালনার পাশাপাশি তিনি জি টিভির ধারাবাহিক 'বিন কুছ কাহে'-তে সহযোগী প্রযোজক হিসেবেও কাজ করেন।

এই পরিচালক মানুষটির পছন্দের ক্রিকেটার কপিল দেব যার খেলা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। প্রিয় চরিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাস। প্রিয় সংগীত পরিচালক আর ডি বর্মন এবং এ আর রহমান। পছন্দের রং নীল এবং কালো। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন মাটন বিরিয়ানি এবং গন্ধরাজ লেবু সহযোগে বাড়ির গরম ভাতের সাথে পাতলা কচি পাঁঠার ঝোল। তার প্রিয় বাঙালি পরিচালক সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং ঋষিকেশ মুখার্জি। বাঙালি পরিচালকের পাশাপাশি হিন্দি ছবির পরিচালক হিসেবে তার পছন্দের তালিকায় রয়েছে গুলজার এবং সঞ্জয় লীলা ভানসালি। উত্তমকুমার তার দৃষ্টিতে প্রিয় নায়ক। রামকমল মুখার্জীর এই পছন্দের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি মনে প্রাণে একজন আদর্শ বাঙালি যিনি খুবই সুরুচিসম্পন্ন এবং অধুনামনস্ক। বিনোদিনীর পর তিনি আরো একটি ছবি নির্মাণ করতে চলেছেন যে ছবিটির নাম 'লক্ষীকান্তপুর লোকাল'। তার এই আগামী ছবিটি একটি জীবনমুখী ছবি হবে যেটির সম্পূর্ণ পটভূমি কলকাতাকে কেন্দ্র করে। ছবিটিতে চরিত্রে থাকবে প্রচুর অভিনেতা অভিনেত্রী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, জন ভট্টাচার্য, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, সায়নী ঘোষ প্রমুখেরা। ছবিটি হবে তিনটি আয়া কে কেন্দ্র করে অর্থাৎ তিনটি আয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটে উঠবে ছবিটির জীবনচিত্র। তিনটি আয়ার জীবন কাহিনীতে সমগ্র কলকাতা ফুটে উঠবে এই ছবিতে।

বাংলা সিনেমার বর্তমান মন্দাবস্থায় যখন সিনেমাপ্রেমীরা ভালো বাংলা ছবি দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রামকমল মুখোপাধ্যায় হলো এমন একটি নাম, যার হাত ধরে বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তনের উপর আস্থা রাখা যায়।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মাসিক বুলেটিন পত্রিকায় লেখার জন্য। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার পর মাত্র তিনজন নির্বাচিত হয় এবং তার মধ্যে রামকমল মুখার্জি ছিলেন অন্যতম একজন। এরপর লেখাপড়া চলাকালীনই বারাসাত থেকে প্রকাশিত এক পাক্ষিক পেপার 'সংবাদ এখন' এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রাত্যহিক সংবাদ' এবং আরো একটি পত্রিকায় নিয়মিত ফ্রিল্যান্সিং করতেন তিনি। ওইদিকে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের মাসিক বুলেটিন পত্রিকায় প্রকাশিত রামকমল মুখার্জির লেখা পর্যালোচনা করে কর্তৃপক্ষ ওনাকে চলচ্চিত্র সাংবাদিকের ফ্রিল্যান্সিং এর দায়িত্ব অর্পণ করেন। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রামকমল বাবু প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন কিংবদন্তি পরিচালক মনিরত্নমের। এরপর গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন প্রমুখ খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পরিচালকের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তার সাংবাদিকতার পথ মসৃণ এবং সুগম হয়। এই স্বয়ংসমৃদ্ধ কয়েকজন পরিচালকের সান্নিধ্য লাভ রামকমল বাবুর সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুকূল এবং উপযুক্ত ছিল যেটা তাকে বর্তমানের এক সমৃদ্ধ স্বয়ং সম্পূর্ণ সাংবাদিক তথা পরিচালকের সম্মান দিয়েছে।
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরীক্ষায় সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ পর বাংলা এশিয়ান এজ পত্রিকায় চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং করতে করতে রামকমল মুখার্জির লেখা পৌঁছয় মুম্বাইয়ের স্টারডাস্ট সংবাদমাধ্যমের চিফ এডিটর এম জে আকবরের হাতে।